হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

লেখক

আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বাকার সুয়ূতী রাদীয়াল্লাহু আনহু

[৮৪৯-৯১১হিজরী,১৪৪৫-১৫০৫খ্রীষ্টাব্দে]

অনুবাদক

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী

ফাযিলে কেরালা,M.A(থিয়োলজি) ফাস্ট ক্লাস

আলিয়া ইউনিভারসিটি কলকাতা(পঃবঃ)

প্রকাশনায়

রেজবী অ্যাকাডেমী,রেজবী নগর ,খাঁপুর,দ:২৪পরগনা

ফোন-৯১৫৩৬৩০১২১/৯৭৩৪৩৭৩৬৫৮

পরিবেশনায়

www.yanabi.in

হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

লেখক

আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বাকার সুয়ূতী রাদীয়াল্লাহু আনহু

[৮৪৯-৯১১হিজরী,১৪৪৫-১৫০৫খ্রীষ্টাব্দে]

অনুবাদক

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী

ফাযিলে কেরালা,M.A(থিয়োলজি) ফাস্ট ক্লাস

আলিয়া ইউনিভারসিটি কলকাতা(পঃবঃ)

প্রকাশনায়

রেজবী অ্যাকাডেমী,রেজবী নগর ,খাঁপুর,দ:২৪পরগনা

ফোন-৯১৫৩৬৩০১২১/৯৭৩৪৩৭৩৬৫৮

পরিবেশনায়

www.yanabi.in

visit করুন yanabi.in

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৭৮৬/৯২/৯১৭

হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

লেখক

আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বাকার সুয়ূতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু

[৮৪৯-৯১১হিজরী,১৪৪৫-১৫০৫খ্রীষ্টাব্দে]

অনুবাদক

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী

ফাযিলে কেরালা,M.A(থিয়োলজি) ফাস্ট ক্লাস

আলিয়া ইউনিভারসিটি কলকাতা(পঃবঃ)

প্রকাশনায়

রেজবী অ্যাকাডেমী,রেজবী নগর ,খাঁপুর,দ:২৪পরগনা

ফোন-৯১৫৩৬৩০১২১/৯৭৩৪৩৭৩৬৫৮

পরিবেশনায়

www.yanabi.in

visit করুন yanabi.in

পুস্তকের নাম:- হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

লেখক

আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বাকার সুয়ূতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু

অনুবাদকের নাম ও ঠিকানা-

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী

গ্রাম-মহাল,পোঃ+থানা-পাণ্ডবেশ্বর,জেলা-বর্ধমান(পঃবঃ)।

পিন-৭১৩৩৪৬,Email-sksafauddin@yahoo.com

Mobile-+919609547530

প্রথম প্রকাশ:-১ই জিলকাদ্,১৪৩৮হিজরী,ইং-২৩শে জুলাই,২০১৭,বাংলা ৮ই শ্রাবণ ১৪২৪ সোমবার।

টাইপ সেটিং-এম এস সাক্বাফী+৯১৯৮৩২৯২৫৪০

প্রকাশনায়:-রেজবী অ্যাকাডেমী,রেজবী নগর ,খাঁপুর,দ:২৪পরগনা

ফোন-৯১৫৩৬৩০১২১/৯৭৩৪৩৭৩৬৫৮

পরিবেশনায়:-www.yanabi.in

হাদীয়া:-শুধু মাত্র দুয়া প্রার্থণা করবেন

বিশেষ সতর্কীকরণ

প্রকাশক কতৃক গ্রন্থ সত্ব সংরক্ষিত

সূচীপত্র

		পাতা
1	ভূমিকা	5
2	ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার	5
3	নাম ও জন্ম	5
4	সূয়ুতী নামকরনের কারণ	5
5	সিলসিলায়ে নাসাব	5
6	জন্মস্থান ও বাসস্থান	6
7	প্রাথমিক অবস্থা	6
8	শিক্ষা জীবন	6
9	আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর নিকটে ইজাযাত	8
10	সম্মানীয় শিক্ষকগণ	9
11	নিরিবিলি জীবন যাপন	10
12	অসাধারণ মুখস্ত বিদ্যা	11
13	ফরজ হাজ্ব আদায় ও শিক্ষকের মসনদে	12
14	ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার ইল্মের গভীরতা	12
15	হাদীস শরীফের খিদমাত ও ফাতাওয়া	13
16	যমযম শরীফের বরকত	15
17	লেখনীর ময়দানে ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা	15
18	সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার লিখিত কেতাব সমূহ	16
19	নবীয়ে কারীম আলাইহিস সালামের খাস নিয়ামত	17
20	জাগ্রত হয়ে নবী পাকের দর্শন সত্তর বারেরও বেশী	19
21	ইমাম সাহেবের কারামাত সমূহ	20
22	ইমাম সাহেবের প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ	23
23	ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমার ঘটনা	23
24	ইন্তেকাল	24

সূচীপত্র

পাতা

1 অভিমত————————————২৫
2 অনুবাদকের কথা——————————২৬
3 অনুবাদ গ্রন্থ উৎসর্গ————————২৭
4 লেখক——————————————২৮

প্রথম অধ্যায়—২৯

5 হাদীস মুবারকে আলোচিত দুয়া ও যিকির সমূহের ব্যাপারে————————২৯

দ্বিতীয় অধ্যায়-৭২

6 রুজীর বর্কতের আমলের ব্যাপারে আলোচনা————————————৭২

দক্ষিন দামোদর এলাকায় মাসলাকে আলাহাজরাতের
একমাত্র প্রচার ও প্রসার কেন্দ্র
মাদ্রাসা গওসিয়া রেজবীয়া রহমত বেহেশ্তীয়া
মোঃ-৯৭৩২০৩০০৩১
আপনার সহযোগিতা কামনা করি

হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

ভূমিকা

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাতু ওয়ার্ রিদ্বওয়ানের জীবনী

নাম-তাঁর আসল নাম আব্দুর্ রহমান। **উপনাম**-আবুল ফযল। **উপাধি**-জালালুদ্দীন এবং ইবনুল কেতাব।

ইবনুল কেতাবের ব্যাপারে তাফ্সীরে জালালাইন শরীফ যাহা বেইরুত থেকে ছাপা হয়েছে সেই কেতাবে 'আল মাসখুল' বাদীয়ার থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে,তার আব্বাজান তার আম্মাজানকে একটা কেতাব আনতে বললেন এবং লাইব্রেরীতে বই খোজার সময় প্রসব ব্যাথা উঠে এবং সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার জন্ম হয়। তার জন্য ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে ইবনুল কেতাব বলা হয়।

জন্মঃ-প্রথম রজব ৮৪৯হিজরী,ইংরাজি ৩ অক্টোবর ১৪৪৫ সাল রবিবার বাদ নামযে মাগরীব মিশরের কায়রোতে জন্ম গ্রহণ করেন। যেখানে তাঁর পিতা আশ্শাখুনিয়া মাদ্রাসায় ফিকাহের বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন।

সূয়ুতী নামকরনের কারণ

সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার পুর্ব পুরুষগণ প্রথমে বাগদাদ শরীফে বসবাস করতেন এবং তার খান্দানের মধ্যে কোন ব্যক্তি মিশররে সূয়ুত শহরে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ঐ শহরের দিকে নিসবত করে তাকে সূয়ুতী বলা হয়।

সিলসিলায়ে নাসাব

আব্দুর্ রহমান বিন কামাল আবী বাকার বিন মুহাম্মাদ বিন সাবিক্ব উদ্দীন বিন আলফাখার ওসনাম বিন নাযীর উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন সাঈফুদ্দীন খাদ্র বিন নাজ্মুদ্দীন বিন আবী সিলাহ আইউব বিন নাসীর উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আশ্ শাইখ হামামুদ্দীন আল হামাম আলখাদ্রী আস্ সূয়ুতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম।

visit করুন yanabi.in

হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

জন্মস্থান ও বাসস্থান

সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার পুর্ব পুরুষগণ প্রথমে বাগদাদ শরীফের খাদ্রা নামক স্থানে বসবাস করতেন বাসস্থান পরিবর্তন করে মিশরের কায়রোতে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে তাঁর আব্বা জান মাদ্রাসা শাইখুনিয়াতে ফিক্বাহ বিষয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন।

প্রাথমিক অবস্থা

সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেন আমার জন্মের পর আব্বাজান আমাকে শাঈখ মুহাম্মাদ মাজ্জুবের খিদমাতে নিয়ে যান, যিনি বহুত বড় ধরনের আওলীয়া আল্লাহ্ ছিলেন। তিনি আমার জন্য বরকতের দোয়া করেন। আমার লালন পালন এতিমের অবস্থায় হয়েছে। সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা যখন পাঁচ বছর সাত মাসের ছিলেন তখন ৮৫৫ হিজরী ৫ মার্চ ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে তার আব্বাজান ইন্তেকাল করেন।(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন)।

এরপর তার আব্বার এক সুফী বন্ধু তাকে নিজের ছেলে হিসাবে গ্রহন করে নেয়।

তার আব্বাজান নিজের ইন্তেকালের পূর্বেই স্নেহের ছেলের শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্ব শাইখ শাহাবুদ্দীন ত্বাব্বাখ ও মুহাক্বীক ইবনে হুমাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমাকে দিয়েছিলেন এবং তারা নিজেদের দায়িত্ব খুব ভালভাবেই পালন করেছিলেন।

এবং ইমাম হুমাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে ছয় বছরের শিক্ষার পর তাকে জামেয়াতুশ্ শাইখুনিয়াতে ভর্তি করে দেন।

শিক্ষা জীবন

যেহেতু তার আব্বাজান শাইখ কামালুদ্দীন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু মাদ্রাসা শাইখুনীয়াতে শিক্ষক ও সূয়ুত শহরের কাজীর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

এই জন্য ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার শিক্ষার সূচণা খুব ভালো ভাবেই হয়েছিল। পাঁচ বছর সাত মাস বয়সে তার আব্বাজানের ইন্তেকালের পর ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার কষ্টের শুরু হয়। কিন্তু শাইখ হুমামুদ্দীন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্যদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার শিক্ষার কোন ব্যাঘাত ঘটেনি।

জালালাইনের ভুমিকায় আছে যে,

ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বয়স পাঁচ বছর সাত মাস ছিলো তখন তার আব্বার ইন্তেকাল হয়েছিল এবং ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা সুরা তাহ্রীম পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন এবং আট বছর বয়স পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সম্পূর্ণ হাফীযে ক্বোরআন হয়েছিলেন।

শৈশব অবস্থা থেকেই শিক্ষার ছটা তাঁর মধ্যে অনূভূত হতে থাকে। হাফীযে ক্বোরআন হওয়ার পর তিনি আরবী শিক্ষারদিকে মনোযোগ দেন,এবং তার সময়ে বিষয় ভিত্তিক পারদর্শী শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা গ্রহন করেছিলেন।

ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার জীবনী ;-

ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা ৮৭৪ হিজরীতে রবীউল আওয়াল মাসে আরবী শিক্ষা শুরু করেন,হযরত শামস সিরামী আলাইহির্ রাহমার কাছে মুসলিম শরীফের কিছু অংশ এবং আশ্শিফা হযরত আলফীয়া বিন মালিক আলাইহির্ রাহমার কাছে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পূর্বেই ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা আরবীতে তাসনীফ ও তালীফ(বই লেখার)এর অনুমতি পেয়ে গেলেন এবং আত্তাহ্সীল,আত্তাওহিদ্,ও শারাহুস্ সুদুর এবং আল মুগনী ফিক্বাহে হানাফীর উসুল ও হযরত আল্লামা তাফতাজানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর শারাহ্ আক্বায়েদও শিক্ষা লাভ করেন।

হযরত আল্লামা শামশুল মুরজাবানী হানাফী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর কাছে আল কাফীয়া এবং মুসান্নাফেরই শারাহ্ কাফীয়াও পড়লেন, এবং আলফীয়া আল ইরাকী তার থেকেই অধ্যয়ন করেন ও তার খিদমাতে লিপ্ত থাকেন এই পর্যন্ত যে তার ৬৭ হিজরীতে ইন্তেকাল হয়ে গেল। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযেউন)।

'ফারায়েজ ও হিসাব ' হযরত আল্লামা শিহাবুশ্ শারমাসাহী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর নিকট শিক্ষা লাভ করেন।তারপর আল্লামা বুলকেয়ানি, আশ্রাফুল মুনাবী মুহাক্কীকে দিয়ারে মিশর আল্লামা সাইফুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল হানাফী,আল্লামা আশ্শামানী, আল্লামা আল কাফাজী,এবং আল্লামা আল আজিজুল কেনানি(রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম)গণ এর নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর ইজাযাত

মজার কথা হল যে ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার আব্বাজান শাইখ কামালুদ্দীন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ,হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর শাগরীদ(ছাত্র) ছিলেন এবং তার কাছে আনাগোনা ছিল অতঃপর নিজের শাহাজাদাকে হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর দারস্গাহে উপস্থিত করেন কিন্তু তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বয়স খুব অল্প ছিলো।

জালালাইন শরীফের মুকাদ্দামায় বিদ্যমান

'তার আব্বাজান তাকে হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর মাজলিসে উপস্থিত করেন'।

আলখাসায়েসে কুবরা শরীফের মুকাদ্দামাতে মধ্যে আছে,

স্বয়ং ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বর্ণনা করেছেন;- আর হাদীস রাওয়াতের ব্যাপারে হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর নিকটে ইজাযাত পেয়েছি আর এটাও হতে পারে যে তাহা হল ইযাজাতে খাস কেন না বেশীরভাগ সময় আমার আব্বা মায়ের কাছে তিনি আসা যাওয়া করতেন(সংগৃহীত ত্বাবকাতুল হুফ্ফাজ)।

সম্মানীয় শিক্ষকগণ

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বিখ্যাত বিখ্যাত শিক্ষক মণ্ডলীর ব্যাপারে উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে।

জালালাইন শরীফের মুকাদ্দামায় তাঁর শিক্ষকের সংখ্যা ৫১ বলা হয়েছে।

ফায়েয আহমাদ ওয়েসী বলেন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা তার লিখিত কেতাব হুসনুল মুহাদিরাতে ১৫০জন শিক্ষকের কথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা (ইন্তেকাল ৯৭৩হিজরী ইং-১৫৬৫)'আত্ তাবকাতু সুগরা'তে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা থেকে উদ্ধৃত করে তার ৬০০জন শিক্ষকের কথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার কিছু সংখ্যক শিক্ষকের নাম উল্লেখ করা হল;-

১)হযরত আল্লামা ইমাম শাইখ মুহাম্মাদ বিন আহম্মাদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু পরিচিত জালালুদ্দীন মহল্লী নামে(ইন্তেকাল ৮৬৪হিজরী) (জালালাইন শরীফের শেষ অর্ধাংশের লেখক)।

২)হযরত আল্লামা আলীমুদ্দীন সালেহ্ বুলকেয়ানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ইন্তেকাল ৮৬৮হিজরী)শিক্ষক ইল্‌মে ফিক্বাহ্।

visit করুন yanabi.in
হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

৩)হযরত আল্লামা আশ্‌রাফুল মুনাবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৬৮হিজরী)। ৪)হযরত আল্লামা তাক্বীউদ্দীন শামানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ইন্তেকাল ৮৭২হিজরী)। ৫)হযরত আল্লামা মুহীউদ্দীন সুলাইমান কাফিজী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৭৯হিজরী)শিক্ষক মায়ানী ও বায়ান উসুল ও তাফসীর। ৬)হযরত আল্লামা সাইফুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল হানাফী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৮১হিজরী)। ৭)হযরত আল্লামা শাইখ আব্দুল ক্বাদীর বিন আবীল ক্বাসীম আল আনসারী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৮০হিজরী)শিক্ষক ইল্‌মে হাদীস। ৮)হযরত আল্লামা শিহাবুদ্দীন শারমাসাহী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৬৫হিজরী)শিক্ষক ইল্‌মে ফারাইয ও হিসাব।

৯)হযরত আল্লামা আজাল কেনানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।

১০)হযরত আল্লামা জাইনুল আক্বাবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।

১১)হযরত আল্লামা শামসুস্ সীরামী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।

১২)হযরত আল্লামা শামসু ফিরুমানী হানাফী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু, ইত্যাদি।

হাজ্জ্ব আদায় ও শিক্ষকের মসনদে অধিষ্ঠিত

বিভিন্ন ধরনের ইল্‌ম শিক্ষা করার পর ৮৭৯ হিজরী ইং ১৪৬৪ খ্রীঃ তে ফরজ হাজ্জ আদায় করেন এবং ফিরে আসার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শাম(সিরিয়ায়),ইয়ামান,হিন্দুস্থান,পশ্চিমের বিভিন্ন শহরে সফর করার পর মিশরের কায়রোতে পৌঁছান। শিক্ষা শেষে সরকারী কর্মে যোগ দেন। আইন কানুনের ব্যাপারে সরকারের সাহায্য করেন।কিন্তু তার শিক্ষক হযরত আল্লামা বুলকেয়ানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর সুফারীসে মাদ্রাসা শাইখুনিয়ার ওই স্থানেই যোগ দেন যে স্থানে তার আব্বাজান শাইখ কামালুদ্দীন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু নিযুক্ত ছিলেন।

কিন্তু ৮৯১ হিজরী ইং-১৪৮৬ খ্রীঃ তাকে শাইখুনিয়ার থেকে বড় মাদ্রাসা আল বীবুর সিয়াহ মাদ্রাসায় পাঠিয়া দেওয়া হয় এবং সেখানে তিনি ১৫ থেকে ১৬ বছর জ্ঞান সমুদ্র বহান। তারপর হিংসার কারণে ৯০৬ হিজরী ইং-১৫০৬ খ্রীঃ মাদ্রাসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। যার জন্য তিনি আঘাত পান। আর এটাই হল তার কেতাব লেখার কারণ। তারপর সে শিক্ষকতার পদ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরিবিলিতে চলে যান এবং লোকেদের সাথে মেলামেশা পর্যন্ত বন্ধ করে দেন এমনকি লোকেদেরকে চিনতেও অস্বীকার করে দিতেন।

এটা হল যে, তিন বছর পর যখন ঐ ব্যক্তি ইন্তেকাল করেন যাকে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার স্থলে নিযুক্ত করা হয়েছিল তখন পুণরায় ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে উক্ত মাদ্রাসার জন্য ডাকেন কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন।

নিরিবিলি জীবন যাপন

মাদ্রাসা ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি নীল নদের ধারে একটা পছন্দনীয় জায়গা রাওজাতুল মীকয়াসে নিরিবিলিতে জীবন যাপন করতে থাকেন এবং দুনিয়া থেকে বিরাগভাজন হয়ে যান এবং নিজকে ধ্যান ইবাদাত,রিয়াজাত এবং লেখনীর মধ্যে নিয়োগ করেন জীবনের শেষ মূহুর্তাবধী এখানেই অবস্থান করছিলেন।

বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাড়িতে তিনি থাকতেন তার দরজা নীলনদের সম্মুখেও না,আমীর ও ধনীরা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতেন মোটা মোটা অর্থ তারা নাযরানা স্বরুপ পেশ করতেন কিন্তু তিনি কখনও তাদের নাযরানা কবুল করতেন না।

একবার সুলতান ঘোরী এক হাজার দিনার এবং একটা ক্রীতদাস পেশ করেন। তিনি দিনার ফিরিয়ে দিলেন এবং গুলামটাকে নিয়ে আজাদ করে দিলেন এবং পরে তাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হুজরা মুবারকের খিদমাতে নিযুক্ত করে দিলেন।

visit করুন yanabi.in
হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

অসাধারণ মুখস্ত বিদ্যা

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার মুখস্ত করার ক্ষমতা খুবই তীক্ষ্ণ ছিলো। যাহা একবার মুখস্ত করে নিতেন আর কখনও ভুলতেন না।

জালালাইনের মুকাদ্দামাতে আছে-ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা স্বয়ং নিজের ব্যাপারে বলেছেন যে তার দুই লক্ষ হাদীস শরীফ মুখস্ত ছিল। আরও বলেছেন যদি এর থেকেও বেশী হাদীস শরীফ থাকত তো আমি মুখস্ত করে নিতাম।

হতে পারে সে সময় দুনিয়ার মধ্যে দুই লক্ষের অধিক হাদীস শরীফ মজুদ ছিলো না।

ইমাম সুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর কেতাব না দেখে বলে দিতেন,অমুক কেতাবের অমুক পাতায় অমুক লাইনে এই মাসআলা পেয়া যাবেন এবং তিনি যেটা বলতেন সেটাই হতো।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার ইল্মের বুলান্দী(গভীরতা)

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বহুত বড় আলিমে দ্বীন,বহুত বড় চিন্তাবীদ গবেষক,তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উচ্চধরণের লেখক এবং বড় মুহাদ্দীস ছিলেন। তিনি সাতটি বিষয়ের ইল্মের ব্যাপারে স্বয়ং বলেছেন যাহা খাসায়েসে কোবরার ভূমিকায় বর্তমান।

আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালালুহু আমাকে সাতটি বিষয়ে মাহারাত(পারদর্শী)বানিয়েছেনঃ-১)ইল্মে তাফসীর ২)ইল্মে হাদীস ৩)ইল্মে ফিক্বাহ্ ৪)ইল্মে নুহু ৫)ইল্মে মায়ানি ৬)ইল্মে বায়ান ৭)ইল্মে বাদী। উক্ত সাতটি বিষয়ে আমি এমন জায়গায় পৌঁছেছি যে,যেখান পর্যন্ত আমার শিক্ষকগণও পৌঁছাতে পারেনি। ইল্মে হিসাব আমার জন্য একটা ভারী বস্তু এবং তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

অতএব আমার মধ্যে ইজতেহাদের সমস্ত শর্ত বিদ্যমান আছে। আলোচিত সাতটি বিষয় ছাড়াও যে সমস্ত ইল্‌ম তিনি হাসিল করেছিলেন, যাহা আলইত্‌কান এর দিবাচার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লামা শামস্‌ বেরেলবী লিখেছেন-

বর্ণিত সাত ধরনের ইল্‌ম ব্যতীত মারেফাত,উসুলে ফিক্বাহ্‌,ইল্‌মে জুদুল,তাসরীফ (ইল্‌মে সারফ),ইনশায়ে তারতিল,এবং ইল্‌মে ফারাইজ। ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমা বলেন আমি ইল্‌মে ক্বেরাত ইল্‌মে ত্বিব কারোও নিকট পড়িনি। হ্যাঁ ইল্‌মে হিসাব আমার কাছে খুব ভারী। এখন বিহামদিল্লাহি আমার কাছে ইজতেহাদের সমস্ত শর্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমি এই কথাকে আল্লাহর নিয়ামতের জিকির করার জন্য বর্ণনা করছি অহংকারের জন্য বলছিনা। আর আমি যদি এটা চায় প্রত্যেক মাসআলার ব্যাপারে একটা করে আলাদা আলাদা করে কেতাব লিখবো এবং ঐ মাসআলার প্রত্যেক প্রকার,আকলী নাকলী দলিলের দ্বারা তার তারতীব নক্‌সা তার উত্তর এবং ঐ মাসআলার মধ্যে মাযহাবী ইখতেলাফ ও তার মধ্যে উত্তম(রাজে ক্বওল)আল্লাহর ইচ্ছায় লিখতে পারবো।

হাদীস শরীফের খিদমাত ও ফাতাওয়া

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমার যামানাতে মিশরে ইল্‌মের চর্চা খুব বেশী ছিল,বড় বড় মুহাদ্দীসীন,হাদীসের হাফীয,ও বড় বড় মাশায়েখে কেরাম, এই পৃথিবীকে আসমানের মতো উচ্চ করেছিলো,কিন্তু হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পরে হাদীস শরীফের ইমলার(লেখার)চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। ২০ বছর পর ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমা সেটাকে আবার চালু করেন।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমা বলেন হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পরে হাদীস শরীফের ইমলার(লেখার)চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। আর ইহার সময় ২০ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তার পর আমি ৮৭২ হিজরীতে জামে ইবনে তুতুন থেকে পূণরায় শুরু করেছি।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমা বলেন সর্বপ্রথম এই শহরে যিনি হাদীসের লেখনী শুরু করেন তিনি হলেন হযরত ইমাম শাফেয়ী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র হযরত রাবে বিন সুলাইমান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু। আমি ইমলা করার জন্য জুম্‌আর দিন জুম্‌আর পরের সময়কে নির্দিষ্ট করেছি। পূর্বের হুফ্‌ফাজে হাদীস গণদের অনুসরণ করে যেমন,আল্লামা খাতীবে বাগদাদী,আল্লামা ইবনে সাময়ানী,আল্লামা ইবনে আসাকির রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখদের এছাড়া ইরাকের ছেলেরা ও আল্লামা ইবনে হাজারের ঐসমস্ত লোকেরা যারা মঙ্গল বার হাদীসের ইমলা করাতেন।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমা ২৩ বছর বয়সে হাদীস পাকের ইমলা শুরু করেন। যাহা অনেক বয়স হওয়ার পর কেহ হাদীস লেখার অনুমতি পেতেন। কিন্তু ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ,

অসাধারণ মুখস্ত বিদ্যার জন্য মুহাদ্দীসীনগণ তার উপর ভরসা করেন এবং যুবক অবস্থাতেই এই মহৎ কাজের মর্যদা তিনি হাসিল করেন। এইভাবেই তিনি ২২ বছর বয়সেই ফাতাওয়া দেওয়ার কাজ শুরু করেন।

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্‌ রাহমা বলেন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমা বলেন, আমি ৮৭১ হিজরীতে ফাতাওয়া দেওয়ার কাজ শুরু করি,আমার সমকালীন আলিমরা ৫০ প্রকার মাস্‌ আলাতে আমার বিরোধিতা করেন,তখন আমি প্রত্যেকটি মাস্‌আলার ব্যাপারে আলাদা আলাদা করে কেতাব লিখে সত্যতা আমি বায়ান করেছি।

যমযম শরীফের বরকত

ইল্‌ম ও ফযলের এই ধরণের বুলান্দী কুরআন ও সুন্নাতের এই ধরণের গভীর জ্ঞান ইসলামী ফিক্বাহে এধরণের আযমাত শুধুমাত্র আবে যমযম শরীফের বারকাত। ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেন যখন আমি ৮৬৯হিজরীতে ফরয হাজ্জ আদায়ের সময় আবে যমযম এই নিয়াতে পান করেছিলাম যে,আল্লাহ্ জাল্লা জালা লুহু আমাকে ফিক্বাহে শাইখ সিরাজুদ্দীন বুলকেয়ানীর মতো,হিফ্‌যে হাদীসের ব্যাপারে,হাফীয ইবনে হাজার আস্‌কালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার মতো বানিয়ে দাও।

তার এইদোয়া আল্লাহর দর্বারে কবুল হয়েছিল।

ইমাম শুরয়ানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেন;-

‘ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেন আমি হাজ্জ আদায়ের সময় আবে যমযম এই নিয়াতে পান করেছিলাম যে,আল্লাহ্ জাল্লা জালা লুহু আমাকে ফিক্বাহে শাইখ সিরাজুদ্দীন বুলকেয়ানীর মতো,হিফ্‌যে হাদীসের ব্যাপারে,হাফীয ইবনে হাজার আস্‌কালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার মতো বানিয়ে দাও’।

লেখনীর ময়দানে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা

আল্লাহ্ তায়ালা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে যে সমস্ত নিয়ামত দিয়েছিলেন তার মধ্যে হল কলমের দ্রুততা,একদিনে তিন তিনটে খাতা শেষ করে দিতেন।ইমাম আব্দুক ওহাব শুরয়ানী ত্বাবকাতুস্ সুগরাতে বায়ান করেছেন;-শাইখ শামসুদ্দীন আলাইহির্ রাহ্‌মা বর্ণনা করেন,আমি ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহ্‌মাকে দেখেছি এক দিনে তিনটি খাতা লিখে দিলেন এবং সাথে সাথে হাদীস শরীফেরও ইমলা করছিলেন কিন্তু কোন অলসতা ব্যতীত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন,

visit করুন yanabi.in
হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

আর তিনি বলছিলেন,যখন আমি কাহারোর প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকি তখন তার উত্তরও তৈরী করে নি যে,যদি আল্লাহ্ পাকের তরফ হতে এই প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয় তাহ্‌লে তার উত্তর কি হবে।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার লেখনীর একটা উদাহরণ হল জালালাইনের প্রথম পারা,তার শিক্ষক ইমাম জালালুদ্দীন মহল্লী শাফেয়ী ১৬ থেকে ৩০ পারা জালালাইন শরীফ লেখেন এবং তার ইন্তেকালের ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা প্রথম ১৫ পারা চল্লিশ দিনে পূর্ণ করেন এমনকি সেই তাফসীরের নাম জালালাইন হয়ে গেল,ইহা তার কুওয়াতে হিফ্‌য ও লেখার উপর দালালাত করে।ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেন;-

‘নিজের যামানাতে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা ইল্‌মে ফুনুন ও হাদীসের সবচেয়ে বড় হাফিয ও আলিম ছিলেন। হাদীসের গারীব আলফাজ, ইসতেমবাতের আহকাম সমূহকে সম্পূর্ণভাবে চিনতেন এই পর্যন্ত যে তিনি আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কিছু হাদীসের তাখরীজ করে সেই হাদীসের মুরাত্তাব করেন সেই হাদীস কোনটা হাসান কোনটা জঈফ সেটাও বর্ণনা করেন যাহা অন্য আর কেহ জানতেন না’।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার লিখিত কেতাব সমূহের বর্ণনা

খাসায়েসে কোবরার মুকাদ্দেমার মধ্যে বর্ণিত আছে।
তার কেতাবের সংখ্যা হল,৩০০,৫০০,১০০০ বা ১৪০০টি।
আলইতকানে মুকাদ্দেমাতে আছে;তার কেতাবের সংখ্যা হল,৫৭৬,বা ১৫৬১টি।

এছাড়া ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বহু কিতাব চুরি হয়ে গেছে;-ইমাম শুরয়ানীআলাইহির্ রাহমা বলেন;-

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে বহু কেতাব চুরি হয়ে গেছে তার কেতাবের সঠিক সংখ্যা ঐ সময়ের ব্যক্তিগণও জানেন না,যে সমস্ত কেতাব চুরি হয়েছিল তার নকল কপি তার কাছেও ছিলনা এই দুঃখে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা একখানা কেতাব লিখেছেন ✓আলবারিক ফী কাত্বয়ে ইয়াদিস্ সারিক□ তার মধ্যে লিখেছেন - লেখক নিজের লেখনীর জন্য আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা রাখে কিন্তু যারা কিছু না করে সাওয়াবের আশা রাখে তারা কেমন হবে?(অর্থাৎ কেতাব চুরি করে নিজেদের নামে বাজারে ছাড়ে যারা তারা সাওয়াবের হক্বদার হবে কি?)।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার উপরে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাস নিয়ামত

প্রথম ঘটনা

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শাইখুস্ সুন্নাহ্ ও শাইখুল হাদীস বলে সম্বোধন করেছেন

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা ত্বাবকাতুস্ সুগরার মধ্যে বায়ান করেন; সুলাইমান আলাইহির্ রাহমা আমাকে বলেছেন যে,

আমি ইমাম শাফেয়ী আলাইহির্ রাহমার মাযার শরীফে বসে ছিলাম হঠাৎ করে একটি জামায়াত দেখলাম যারা সকলেই সাদা পোশাকে ছিলেন, যাদের মাথায় মেঘের ছায়া ছিল,তাহা পাহাড় থেকে আমার দিকে আসছিল,যখন নিকটবর্তী হল তখন দেখলাম যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণ ঐ দলের মধ্যে রয়েছে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমার সাথে জালালুদ্দীনের বাড়ি চলো,আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গেলাম,ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার ঘর থেকে বের হয়ে এলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মুবারকে চুম্বন দিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণকে সালাম দিলেন। তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসে গেলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন **হাতি ইয়া শাইখাস্ সুন্নাহ্ অ্যায়** শাইখুস্ সুন্নাহ্।

দ্বিতীয় ঘটনা

শাইখ আব্দুল ক্বাদির শাজুলি আলাইহির্ রাহমা বলেন ।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন স্বপ্নে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে **অ্যায় শাইখুল হাদীস নিয়ে এসো** বলে সম্বোধন করেছেন।

তৃতীয় ঘটনা

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন আমি জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করেছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে **অ্যায় শাইখুল হাদীস নিয়ে এসো** বলে সম্বোধন করেছেন,আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি কি জান্নাতী? উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ।

আবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কোন আযাব ছাড়াই? পূণরায় উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ,তোমার জন্য এধরণেরই হবে(সুব্হান আল্লাহ্)।

চতুর্থ ঘটনা

শাইখ আতীয়া আম্বারী আলাইহির্ রাহ্মা বলেন বাদশার কাছে আমার কিছু দরকার ছিলো,আমি তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে বললাম, বাদশার কাছে আমার জন্য সুফারিশ করে দিলে ভালো হত। তিনি উত্তরে বললেন আমি জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করে থাকি। বাদশার কাছে গেলে সেই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো। আর এই কথাটা আমার মৃতুর পূর্বে কাউকে বলো না।

জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন সত্তর বারের চেয়েও বেশী হয়েছে।

শাইখ আব্দুল ক্বাদির শাজুলি আলাইহির্ রাহমা বলেন,আমি তার লেখনিতে দেখেছি যাহা তিনি তার কিছু সাথীদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন;—অ্যায় আমার ভাই আমি জাগ্রত অবস্থায় আমি জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করে থাকি। আমার ভয় হচ্ছে যদি আমি ঘুরীর মাজলিসে যায় তাহলে এই নিয়ামত আমার জন্য লুকিয়ে যাবে। তবে আমি তোমার ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করবো। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম অ্যায় আমার আক্বা আপনি কতবার জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করেছেন? উত্তরে বললেন সত্তর বারের চেয়েও বেশী।

ইমাম সাহেবের কারামাত সমূহ

(১)ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার খাদীম মুহাম্মাদ বিন আলাল হুব্বাব আলাইহির্ রাহমা বলেন যখন সাইয়্যেদ ওমার ইবনুল ফারিদ আলাইহির্ রাহমার ব্যাপারে শাইখ বুরহানুদ্দীন বাক্বায়ী ফিতনা আরম্ভ হয়েছিল তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা আমাকে বললেন চলো সাইয়্যেদ ওমার ইবনুল ফারিদ আলাইহির্ রাহমার যিয়ারাত করে আসি এটা কায়লুলাহের(দুপুরে খাওয়ার পর শোয়ার টাইম) সময় ছিলো। যখন যিয়ারতের জন্য পাহাড়ে উঠলাম,

সেখানে কিছুক্ষন বসলাম ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বললেন আমার মৃতু পর্যন্ত যদি লুকিয়ে রাখো তাহলে আজ আসরের নামায কাবা শরীফে পড়বো? আমি বললাম ঠিক আছে। সে বলল আমার হাত ধরো আর চক্ষু বন্ধ করো,

আমি চোখ বন্ধ করলাম এবং ২৭ ক্বদম চললাম বললেন চোখ খোল,তো হঠাৎ দেখলাম আমরা জান্নাতুল মুয়াল্লার কাছে উপস্থিত হয়ে গেছি। তার পর আমরা হযরত খাদীযতুল ক্বুবরা,ফুদ্বাইল বিন আইয়াদ এবং সুফিয়ান বিন ওয়াইনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমগণের যিয়ারাত করলাম অর্থাৎ ফাতিহা পড়লাম,কাবা শরীফের হেরেমে প্রবেশ করলাম ,তাওয়াফ করলাম,যমযম শরীফ পান করলাম,তারপর আমাকে বললেন অ্যায় অমুক যমিনের সঙ্কুচিত আশ্চর্যের কথা নয় আশ্চর্য হলো মিশরের আমার কোন প্রতিবেশী আমাকে চেনেন না,তার পর বললেন যদি তুমি চাও তো আমার সঙ্গে আসতে পারো আর যদি হাজিদের সাথে যেতে চাও ত যেতে পারো,আমি বললাম আপনার সাথে যাবো,তারপর বাবে মুয়াল্লাতে এলাম অত:পর বললেন চোখ বন্ধ করে নাও। আমি চোখ বন্ধ করলাম তারপর আমরা আব্দুল্লাহ্ জায়সীর নিকটে ছিলাম,আমারা সাইয়্যেদি ওমার আলাইহির্ রাহমার নিকটে পৌঁছালাম। ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা নিজের খচ্চরে চেপে এবং আমরা তার ঘর জামে তুতুন পৌঁছে গেলাম।

কারামাত(২)

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন, আমার শাইখ ইমাম আমিনুদ্দীন আলাইহির্ রাহমা বলেন আমি ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে বলতে শুনেছি,তিনি ৯১০ হিজরীর ব্যাপারে বলেছিলেন শুনো যতদিন না আমার ইন্তেকাল না হবে কাহাকেও বলবে না;-আর এই কথা সেলিম বিন ওসমানের মিশরে প্রবেশ করার পূর্বে। বলেছেন ৯২৩ হিঃ ইহা মিশরের ধংসের সূচনার সাল। ৯৩৩ হিঃ তে তাদের নায়েবগণ ঘরওয়ালাদেরই ধংসের কারণ হবে তাদেরকে প্রতিরোধ করার মতো কেহ থাকবে না। ৯৫৭হিঃ মধ্যভাগেতে শ্বশানভুমিতে পরিণত হবে,মিশরের আমদানির চেয়ে বেশী খরচ বেড়ে যাবে এবং তার থেকেও বেশী ধংস লীলা ৯৬৭ হিজরীতে হবে।

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেন আমি এই কথা শাইখ ইমাম আমিনুদ্দীন আলাইহির্ রাহমার নিকটে সুলতান ঘুরী সঙ্গে সেলিমের যুদ্ধের বছরে শুনেছি। এই কথা আমি কিছু আলিমদেরকে বলেছি যারা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে অস্বীকার করতেন। তারপর যখন সুলতান ঘুরীকে হত্যা করা হল সুলতান সেলিমের সৈন্য ৯২৩ হিজরীর শুরুতে প্রবেশ করল। আর চুরাকেসার ঘরয়ালাদের জ্বালাতে লাগল হত্যালীলা চালু করল। স্ত্রীলোকেদের বন্দীনি বান্তে লাগল,তখন শাইখ ইমাম আমিনুদ্দীন আলাইহির্ রাহমা বললেন, ঐ অস্বীকারকারীদের নিকট যাও এবং তাদেরকে বলো দেখো! ঐ সত্যকে যাহা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলছেন একটা দিনও ভুল হয়নি(অর্থাৎ যাহা বলেছিলেন সেই নির্দষ্ট দিনেই তাহা ঘটেছে)।

কারামাত(৩)

যখন সুলতান ঘুরী নিজের একটা মাদ্রাসা তৈরী করলেন এবং তার দাফনের জায়গা আলকুব্বাতুয্ যারক্বাতে তৈরী করলেন,

visit করুন yanabi.in
হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

তখন মাদ্রাসার মাশায়েখদের ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার কাছে পাঠালেন। কিন্তু ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা তাহা কবুল করলেন না,কিন্তু ঘুরী তাকে খুব সম্মান করতেন। বীরিসিয়া খানকার সুফীগণ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালেন কারণ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা তাদেরকে বলেছিলেন তোমরা সুফী হতে পারো না। সুফী তারা আওলিয়ায়ে কেরামগণের আখলাকের উপর চলে যেমন আল্লামা আবু নাঈম আলাইহির্ রাহমার লেখা কেতাব হুলিয়া রিসালাতু কুশাইরিয়ার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে,এবং যারা জেনে বুঝে (খানকার নাযরানা) খায়,আওলিয়ায়ে কেরামগণের আখলাকের উপর চলে না, হারাম মাল খায়,তারা আবার সূফী! কথা বহুত গম্ভীর হয়ে গেল,লোকেরা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে হত্যা করার জন্য বাদশার কাছে আরজ করলো তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বললেন রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জানিয়েছেন আমি ঐ লোকেদের উপরে বিজয়ী থাকবো আর এ লোকেরা আমার চুল পর্যন্ত বাঁকা করতে পারবে না,সুতরাং যারা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রহমার বিরোধিতা করে তাদের মধ্যে বহুত অসম্মান হয়েছিল এবং তাদের মৃতু খুবই ভয়ানক ভাবে হয়েছিল।

কারামাত(৪)

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন,আমাকে আল্লামা বাদরুদ্দীন ত্বাব্বাখ আলাইহির্ রাহমা বলেছেন যখন **আল বীরিসীয়াহ** এর সুফীরা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বিরুদ্ধে লেগে পড়েন,তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা তাদের বিরুদ্ধে কেতাব লেখেন,

ঐখানকার সুফীরা আমাকে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বিরুদ্ধে কেতাব লিখতে বলেন এবং রাত্রে আমি কেতাব লিখতে লখন বসলাম হঠাৎ করা রাত্রে আমার কোলে একটা কাগজ পড়ল তার মধ্যে লেখা ছিল —আমার মুমিন বান্দা!এই ধরণের কোন ব্যক্তিকে কষ্ট দিওনা যে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইল্মের অধিকারী। তখন আমি জবাব দেওয়ার জন্য যে লেখা লিখতে আরম্ভ করছিলাম। তা বন্ধ করলাম। এবং বুঝতে পারলাম ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা সঠিক পথে রয়েছেন।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা থেকে খুব বেশী কারামাত প্রকাশ হয়নি। কিন্তু কুরআন হাদীসের এত বড় খিদমাত করেছেন যে,তাহার লেখনীর কবুলিয়াতই হল তার বড় কারামাত কারণ। হায়াতে ত্বাইয়েবাতেই তাহার কেতাব পূর্ব পশ্চিমে এমনকি হারামাইন ত্বাইয়্যেবাইনে মাকবুলিয়াত হয়েছিল।

ইমাম সাহেবের প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন আমি তার ছাত্রের সংখ্যার কোন খাস দলিল পায়নি,তবে এটা জানি যে,
তিনি চল্লিশ বছর দারসে বসেছিলেন এবং হাজার হাজার ছাত্র তার কাছে ইল্ম শিক্ষা করেছেন। কিছু কিছু বিশিষ্ঠ ছাত্রগণ হলেন,শাইখ আব্দুল ক্বাদের শাজুলি, শাইখ শামসুদ্দীন দায়ুদী,শাইখ আব্দুল ওহাব শুরআনী আলাইহিমুর্ রাহমাহুমুল্লাহ, প্রমুখগণ।

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমার ঘটনা

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা আমার আব্বার হাতে একটা লেখনী পাঠান যার মধ্যে তাহার সমস্ত লেখনীর ও রাওয়াতের ইযাজাত আমাকে দিয়েছিলেন।

তার পর যখন আমি তার ইন্তেকালের পূর্বে মিশর এলাম,তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম তখন তিনি সিয়াসিত্তাহের কিছু হাদীস এবং আল মিনহাজুল ফিক্বাহের কিছু অংশ আমাকে শুনাল। তার পর যখন একমাস পর তার ইন্তেকালের খবর পেলাম জুমাআর নামযের পর আর্‌রাওদ্বাতুতে আহ্মাদ আবারিকির নিকটে উপস্থিত হলাম এবং ক্বাদীম মিশরে জামে জাদীদের নিকটে মুমেনিনের রাস্তায় ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার জানাযা পড়লাম।

ইন্তেকাল

ইল্ম ও ফযল,জুহ্দ ও তাক্বওয়া, দানায়ী,এবং তাহ্ক্বীকের এই আযীম বুদ্ধিমানের ৬১ বছর ১০ মাস ১৮ দিনে,১৮ই জামাদিল উলা ৯১১ হিজরীতে সাধারণ অসুস্থতায় বাম হাতী অসুস্থতায় এক সপ্তাহের মধ্যে ইন্তেকাল করেন এবং বাবুল কুরাফার বাইরে হোশ কুশুনে চির ঘুমে শুয়ে পড়েন।

(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজেউন)।

আবেদন

পাঠক বৃন্দের কাছে আমার আবেদন,এই পুস্তকের অনুবাদে যদি কোন মারাত্তক ধরণের ভূল থাকে তবে অবশ্যই আমাকে অবগত করাবেন এবং আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসিলায় ক্ষমা করে দিবেন।

অনুবাদক

মুহাদ্দীসে বাঙ্গাল হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ কাজী নুরুল আরেফীন রেজবী আজহারী সাল্লামাহু সাহেবের অভিমত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা সাইয়্যেদিল মুরসালিন ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন।

আলহামদুলিল্লাহ্ বিগত কয়েক বছর ধরে সুন্নী লেখনীর যে জোয়ার পশ্চিম বাংলায় এসেছে তা অভাবণীয়। যে অপূরণ পূর্বে ছিল,এখন তা পূরণের পথে। যে কারণে মুসলমানদের আর ওহাবী ও দেওবন্দীদের ভ্রান্ত পুস্তকের আর প্রয়োজন পড়বে না। তাছাড়া সুন্নী লেখকদের লেখনী যা আকাশ চুম্বীর ন্যায় সঠিক পথে স্থির থাকা দিশাকে দেখিয়েছে। আমার একান্ত সহযোগী **মুফতী সাফাউদ্দিন সাহেবের** অনুবাদকৃত **হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়** একধরণের গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক। যা সুন্নীদের মধ্যে যেমন এক আলোড়ন তুলেছে। আমি মুসলমান সমাজের নিকট উক্ত পুস্তকটি সঠিকভাবে পাঠ করার জন্য আবেদন রাখবো এবং অনুবাদকের জন্য দোয়া রাখি মহান রাব্বুল আলামীন যেন তাঁর লেখনী শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করেন। আমিন বিজাহি সাইয়্যেদিল মুরসালিন।

নূরুল আরেফীন রেজবী
শাওয়াল,১৪৩৮ হিজরী

visit করুন yanabi.in
হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অনুবাদকের কথা

বর্তমানে হালাল রুজী উপার্জন করা খুব কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ আমরা হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণীসমূহের দিকে খেয়াল রাখতে পারিনা তার জন্য আমরা অভাব অনটনে ভূগছি। সেদিকে আমার খেয়াল ছিল এবং মেঘ না চাইতে জল বলে একটা প্রবাদ প্রবচন আছে ঐধরণেরই একটা কাণ্ড ঘটে গেল অর্থাৎ মুহাদ্দীসে বাঙ্গাল মুফতী নুরুল আরেফীন বেজবী আজহারী সাহেব আমাকে একখানা পুস্তক দেখিয়ে বললেন জানেন এই পুস্তকটি কে লিখেছন এবং এর বিষয়টা কি? আমি বললাম আপনার হাতে বইটা আছে তাই আপনিই জানেন। তখন তিনি পুস্তকটি আমার হাতে দিয়ে বললেন এর অনুবাদ করে দিন মুসলমান সমাজ খুব উপকৃত হবে। আমি দেখলাম পুস্তকটির লেখক হলেন **খাতিমুল মুহাদ্দিসীন হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর্ রহমান ইবনে আবুবাকার সুয়ুতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু** আমি সব কাজ বাদ দিয়ে পুস্তকটির অনুবাদ করলাম।এবং তার নাম দিলাম **হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়** পাঠক বৃন্দের কাছে আমার আবেদন নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে আপনারা এই পুস্তকে বর্ণিত যে কোন একটি ওযিফাকে নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে নিন। ইনশা আল্লাহ আপনার জীবন রুজীর বর্কতে ধন্য হয়ে যাবে।

অনুবাদক

অনুবাদ গ্রন্থ উৎসর্গ

৭৮৬/৯২/৯১৭

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে গ্রন্থ প্রনেতা হযরত আল্লামা জাল্লালুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আবী বাকার সুয়ূতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ও আমার আব্বা হুযুর মরহুম সেখ মোতালিব আশরাফী ও আমার আম্মিজান মনিরা বিবি আশরাফীর নামে উৎসর্গ করলাম।

অনুবাদক

visit করুন yanabi.in
হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

৭৮৬/৯২/৯১৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আমার কাছে বহুলোকেই অনেকবার আবেদন করেছেন যে, পবিত্র হাদীস মুবারকে রিযিক বৃদ্ধির ব্যাপারে যেসমস্ত আমল ও কর্মসমূহ বর্ণিত হয়েছে সেগুলি আপনি একত্রিত করুন। যাতে যেসমস্ত লোকেদের রিযিকে বরকত কমে যায় এবং চিন্তার মধ্যে পড়ে থাকে তারা যেন নিজেদের উপরে সেই অযিফাকে আবশ্যিক করে নেয় এবং রিযিক বৃদ্ধিতে বরকত পেতে পারে। তখন আমি এই প্রবন্ধকে লিখলাম এবং তার নাম রাখলাম হুসুলুর্ রিয্‌কি বিউসুলির্ রিয্‌ক। এই প্রবন্ধকে দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

লেখক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

প্রথম অধ্যায়

হাদীস মুবারকে আলোচিত দুয়া ও যিকির সমূহের ব্যাপারে

হাদীস শরীফ-১

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে,যার দ্বারা অনেক গুনাহ হয়ে গেছে তার উচিৎ সে যেন বেশী বেশী করে ইস্তাগফার করে এবং যে ব্যক্তির রিযিক কমে গেছে তার উচিৎ সে যেন বেশী বেশী করে

لَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

"লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্" পাঠ করতে থাকে(হাফীযুল হাদীস ইমাম আবুল ক্বাসিম সুলাইমান ত্বাব্‌রাণী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু,ইন্তেকাল-৩৬০হিজরী,আলমুয়াজিমুল আওসাতের মধ্যে বর্ণনা করছেন)।

হাদীস শরীফ-২

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে,

যেব্যক্তি ইস্তাগফারকে নিজের জন্য জরুরি করে নেয়,আল্লাহ্ তায়ালা তাকে সমস্ত কিছুর অভাব থেকে মুক্তি দেন এবং প্রত্যেক দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রুজী প্রদান করেন,যার ব্যাপারে রুজিপ্রাপ্ত ব্যক্তির চিন্তার বাইরে থাকে (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আরদ্বি,হাফীযুল হাদীস ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বাল ইন্তেকাল-২৪১হিজরী,ইমামুল কাবীর হাফীযুল হাদীস আবু দাউদ-ইন্তেকাল-২৭৫হিজরী,ইমামুল মুহাদ্দীসিন আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে মাযা-ইন্তেকাল-২৭৫হিজরী,রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখগণ বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-৩

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে মাসউদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যেব্যক্তি প্রত্যেক রাত্রিতে সুরা ওয়াকেয়া১ তিলাওয়াত করবে বা পাঠ করবে সেই ব্যক্তির কখনোও অভাবী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না (ওস্তাযুল মুহাদ্দিসীন আলহাফীযুল কাবীর আবুওবাইদ আবুল কাসিম বিন সালাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-২২৪হিজরি,নিজের কিতাব ফাযায়েলুল ক্বোরআন এর মধ্যে,আলহাফীযুল কাবীরুল ইমাম হারিস বিন মুহাম্মাদ বিন আবী ওসামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-২৮৬হিজরী,নিজের মুসনাদের মধ্যে,ইমাম হাফিয আহমাদ বিন আলী আবু ইয়ালা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-৩০৭হিজরী,

১)সুরা-ওয়াকেয়া পুরা পড়তে হবে ২৭ পারার মধ্যে আছে-ইযা ওয়াক্বিয়াতিল ওয়াক্বিয়াহ্— অনুবাদক।

নিজের মুসনাদের মধ্যে,ইমামুল কাবীর আবুবাকার আহমাদ বিন মুসা বিন মুরদুয়াই রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল ৪১০হিজরী নিজের তাফসিরে এবং ইমামুল মুহাদ্দীসিন আবুবাকার আহমাদ বিন হুসাইন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বাইহাকী ইন্তেকাল-৪৫৮হিজরী, শু"বুল ইমানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-৪

হযরত সাইয়্যেদুনা আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,যে সুরা ওয়াক্বিয়াহ্‌কে সুরাতুল গণী১(ধনী করার সুরা)বলা হয়। এই সুরাকে পড়তে থাকো এবং নিজেদের সন্তান সন্ততিদের পাঠ করার শিক্ষা দাও(উক্ত হাদীস ইমামুল কাবীর আবুবাকার আহমাদ বিন মুসা বিন মুরদুয়াই রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল ৪১০হিজরী, বর্ণনা করেছেন)।

---

১)এটাই হল সুরা ওয়াক্বিয়া—

সুরাতু গণী বা ধন দৌলত প্রদানকারী সুরা

পরের পৃষ্টায় দেখুন—

visit করুন yanabi.in
হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

সুরা ওয়াক্বিয়া

عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾
كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُوِءِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾
اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾ وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ
اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾ وَّطَلْحٍ
مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾
وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾
وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾ اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾
فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّاَصْحٰبِ
الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ
الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ
الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾ وَّظِلٍّ مِّنْ

visit করুন yanabi.in
হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

সুরা ওয়াক্বিয়া

يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا
قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ
عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا
مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾
اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَ
الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ
مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾
لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِـُٔوْنَ
مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ
الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾ هٰذَا
نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا
تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾ ءَاَنْتُمْ
تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا

সুরা ওয়াক্বিয়া

بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾ عَلٰٓى اَنْ
نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾
اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ
نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا
فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ
مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾
ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾
لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾
اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ
شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا
تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ
رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾

visit করুন yanabi.in
হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

সুরা ওয়াক্বিয়া

وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ
كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا
الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾
اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُوْنَ
رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ
الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ
اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ
اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾
فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾ وَاَمَّآ اِنْ
كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ
اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ
الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾ وَّتَصْلِيَةُ
جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ
بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

উচ্চারণঃ-বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির রাহিম।

১)ইয ওয়াক্বায়াতিল ওয়া ক্বিয়াতু ২)লাইসা লিওয়াক্বয়াতিহা কা যিবাতুন ৩)খাফিদ্বাতুর্ রা ফিয়াতুন ৪)ইযা রুজ্জাতিল্ আরদ্বু রাজ্জা ৫)ওয়া বুস্‌সাতিল জিবা ল বাস্‌সা ৬)ফাকা নাত্ হাবা আম্ মুম্‌বাস্‌সাঁও ৭)ওয়া কুন্তুম্ আয্‌ওয়া জা ন সালাসাতান ৮)ফা আস্‌হা বুল মাই মানাতি,মা আস্‌হা বুল মাই মানাতি ৯) ওয়া আস্‌হা বুল মাশ্ আমাতি,মা আসহা বুল মাশ্‌আমাতি ১০)ওয়াস্‌সা বিক্বুনাস্ সা বিক্বুনা ১১)উলা ইকাল মুক্বার্ রাবূনা ১২)ফী জান্না তিন্ নাঈমি ১৩)সুল্লাতুম্ মিনাল্ আওয়ালীন ১৪)ওয়া ক্বালীলুম্ মিনাল আ খিরীনা ১৫)আলা সুরুরিম্ মাওদ্বূনাতিন ১৬)মুত্তাকিয়ীনা আলাইহা মুতাক্বা বিলীনা ১৭)ইয়াত্বূফু আলাইহিম্ বিলদা নুম্ মুখাল্লাদূনা ১৮)বি আকয়া বিঁউ ওয়া আবা রীক্বা,ওয়া কা-সিম্ মিম্ মায়ীনিল্ ১৯)লা য়ুসাদ্দা উনা আন্‌হা ওয়ালা য়ুন যিফূনা ২০)ওয়া ফা কিহাতিম্ মিম্মা ইয়াতা খায় ইয়ারূনা ২১)ওয়া লাহ্‌মি ত্বাইরিম্ মিম্মা ইয়াশতাহূনা ২২)ওয়া হূরুন ঈনুন ২৩)কা আমসা লিল্ লু-লূইল মাকনূনি ২৪)জাযা আম্ বিমা কানূ ইয়া-মালূনা ২৫)লা ইয়াস্‌মাঊনা ফীহা লাগওয়াঁও ওয়ালা তা-সীমা ২৬)ইল্লা ক্বীলান সালা মা ন সালা মা ২৭)ওয়া আস্‌হা বুল ইয়ামীনি মা আস্‌হা বুল ইয়ামীনি ২৮)ফী সিদ্‌রিম্ মাখ্‌দূদিউঁ ২৯)ওয়া ত্বালহিম্ মানদূদিউঁ ৩০)ওয়া যিল্‌লিম্ মাম্‌দূদিউঁ ৩১)ওয়া মা ইম্ মাস্‌কূবিউঁ ৩২)ওয়া ফা কিহাতিন কাসীরাতিল ৩৩)লা মাক্‌তূ আতিউঁ ওয়ালা মামনূ আতিউঁ ৩৪)ওয়া ফুরুশিম্ মার্‌ফূ আতিন।

৩৫)ইন্না আন্‌শা-না হুন্না ইন্‌শা আন ৩৬)ফাজায়ালনা হুন্না আবকা রা ন ৩৭)উরুবা ন আত্‌রা বা ন ৩৮)লিয় আস্‌হা বিল ইয়ামীনি ৩৯)সুল্লাতুম্ মিনাল্ আওয়ালীনা ৪০)ওয়া সুল্লাতুম্ মিনাল্ আ খিরীনা ৪১)ওয়া আস্‌হা বুশ্‌শিমা লি মা আস্‌হা বুশ্‌শিমা লি ৪২)ফী সামূমিউঁ ওয়া হামীমিউঁ ৪৩)ওয়া যিল্লিম্ মিইঁ ইয়াহ্‌মূমিল ৪৪)লা বা রিদিউঁ ওয়ালা কারীমিন ৪৫)ইন্নাহুম কা নূ ক্বাব্‌লা যা লিকা মুত্‌রাফীনা ৪৬)ওয়া কা নূ য়ুসির্‌রূনা আলাল হিন্‌সিল আযীমি ৪৭)ওয়া কা নূ ইয়াক্বূলূনা,আয়িযা মিত্‌না ওয়াকুন্না তুরা বা উঁ ওয়া ঈযা মা ন আইন্না লামাব্‌উসুনা ৪৮)আ ওয়া আ বা উনা ল আওয়ালূনা ৪৯)ক্বুল ইন্নাল আওয়ালীনা ওয়াল আ খিরীনা ৫০)লামাজ্‌মূউনা,ইলা মীক্বা তি ইয়াওমিম্ মায়ালূমিন ৫১)সুম্মা ইন্নাকুম আইয়ুহা দ্বআ লূনাল মুকাযিবূনা ৫২)লা আ কিলূনা মিন্ শাজারিম্ মিন যাক্কূমিন ৫৩)ফামা লিউনা মিনহা ল বুত্বূনা ৫৪)ফাশা রিবূনা আলাঈহি মিনাল হামীমি ৫৫)ফাশা রিবূনা শুর্‌বালহীমি ৫৬)হা যা নুযুলুহুম্ ইয়াওমাদ্দীনি ৫৭)নাহ্‌নু খালাক্বনা কুম্ ফালাওলা তুসাদ্দিক্বূনা ৫৮)আফারায়াইতুম মা তুমনূনা ৫৯)আ আন্তুম্ তাখলুক্বূনাহূ আম্ নাহ্‌নুল খা লিক্বূনা ৬০)নাহ্‌নু ক্বাদ্দার্‌না বায়নাকুমুল মাওতা ওয়ামা নাহ্‌নু বিমাসবুক্বীনা ৬১)আলা আন নুবাদ্দিলা আম্‌সা লাকুম ওয়ানুনশিয়াকুম ফী মা লা তায়ালামুনা ৬২)ওয়া লাক্বাদ্ আলিম্‌তুমুন্ নাশ্‌আতাল উলা ফালাওলা তাযাক্কারূনা ৬৩)আফারায়াইতুম মা তাহ্‌রুসূনা ৬৪)আ আন্তুম তায্‌রাঊনাহূ আম নাহ্‌নুয্ যা রিঊনা।

৬৫)লাও নাশা য়ু লাজায়াল্না হু হুত্বা মা ন ফাযালতুম তাফাক্কাহূনা ৬৬)ইন্না লামুগরামূনা ৬৭)বাল্ নাহ্নু মাহ্রূমূনা ৬৮)আফারায়াইতুমুল মা য়াল্ লাযী তাশরাবূনা ৬৯)আ আন্তুম আন্যাল্তুমূহু মিনাল মুয্নি আম্ নাহ্নুল মুন্যিলুনা ৭০)লাও নাশা য়ু জায়াল্না হু উজা জা ন ফালাওলা তাশ্কুরূনা ৭১)আফারায়াইতুন্ না রাল্ লাতী তূরূনা ৭২)আ আন্তুম আন্শা-তুম শাজারাতাহা আম্ নাহ্নুল মুনশিঊনা ৭৩)নাহ্নু জায়াল্না হা তাযকিরাতাঁও ওয়া মাতা আ ল্ লিল্মুক্বীনা ৭৪)ফাসাব্বিহ্ বিস্মি রাব্বিকাল আযীমি ৭৫)ফালা উক্বসিমু বিমা ওয়া ক্বিঈন্নুজুমি ৭৬)ওয়া ইন্নাহূ লাক্বাসামুল লাওতায়া লামূনা আযীমুন ৭৭)ইন্নাহূ লাক্বুরআ নুন কারীমুন ৭৮)ফী কিতা বিম্ মাকনূনিল ৭৯)লা ইয়ামাস্সুহূ ইল্লা ল মুত্বাহ্ হারূনা ৮০)তানযীলুম্ মির্ রাব্বিল্ আ লামীন ৮১)আফাবিহা যা হাদীসি আন্তুম মুদ্হিনূনা ৮২)ওয়া তাজ্য়ালূনা রিয্ক্বাকুম আন্নাকুম্ তুকায্ যিবূনা ৮৩)ফালাওলা ইযা বালাগাতিল হুলক্কুম ৮৪)ওয়া আন্তুম হীনায়িযিন তান্যুরূনা ৮৫)ওয়া নাহ্নু আক্বরাবু ইলাইহি মিনকুম ওয়ালা কিল্লা তুবসিরূনা ৮৬)ফালাওলা ইন্কুন্তুম গাইরা মাদীনীনা ৮৭)তার্জিঊনাহা ইন কুন্তুম সা দিক্বীন ৮৮)ফা আম্মা ইন কা না মিনাল মুক্বার্ রাবীনা ৮৯)ফারাওহুউঁ ওয়া রাইহা নুউঁ ওয়া জান্নাতু নায়ীমিন ৯০)ওয়া আম্মা ইন কা না মিন আস্হা বিল ইয়ামীনি ৯১)ফাসালা মুল্ লাকা মিন আস্হা বিল ইয়ামীনি ৯২)ওয়া আম্মা ইন কা না মিনাল মুকায্ যিবীনাদ্ দ্বা লীনা

visit করুন yanabi.in
হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

৯৩)ফানুযুলুম্ মিন্ হামীমিউঁ ৯৪)ওয়া তাস্লিয়াতু জাহীমিন ৯৫)ইন্না হা যা লাহ্ওয়া হাক্ব্ কুল ইয়াক্বীনি ৯৬)ফাসাব্বিহ্ বিস্মি রাব্বিকাল আযীমি।

সুরা ওয়াক্বিয়ার ফযিলত

হাদীস শরীফ

হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যেব্যক্তি সুরা ওয়াক্বিয়াহ্ প্রতি রাত্রিতে পাঠ করবে সে কখনোও উপবাসে থাকবে না। হযরত ইবনে মাসঊদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাহেবজাদীগণকে প্রত্যেক রাত্রিতে পাঠ করার নির্দেশ দিতেন(বাইহাক্বী)।

ক্বর একটা ভয়ানক জায়গা তাই ক্বরের আযাব থেকে বাঁচার জন্য সুরা মুল্কের ফযিলত বর্ণনা করলামঃ-

সুরা মুল্কের ফযিলত

হাদীস শরীফঃ-

হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতক্ষন সুরা মুল্ক না পাঠ করতেন ততক্ষন শয়ন করতেন না (আহ্মদ, তির্মিযী, দারমী)।

হাদীস শরীফঃ-

ক্বোরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটা সুরা আছে যা মানুষের জন্য শুফারিশ করতে থকবে এই পর্যন্ত যে,পাঠকারীর মাগফিরাত হয়ে যাবে। সেই সুরাটি হল তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুল্কু (২৯পারার প্রথম সুরা)(আহ্মদ,তির্মিযী,আবূ দাউদ,নাসাঈ, ও ইবনে মাযাহ্)।

হাদীস শরীফঃ-

হুযুরনবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ইরশাদ সুরা মুল্ক হল,মানি আহ্ অর্থাৎ বাধা সৃষ্টিকারী,রক্ষাকারী ও মুনজিয়াহ্ অর্থাৎ নাযতদাতা। এটা ক্বরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়(তিরমিযী শরীফ)। অনুবাদক

আজই সংগ্রহ করুন
বিদয়াতের বিরুদ্ধে
১০০টি ফাতাওয়া
অনুবাদক
মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী
আল আশরাফী

হাদীস শরীফ-৫

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে,যখন তোমাদের মধ্যে কেউ অভাবের মধ্যে পড়বে,তাকে একথা বলতে কে নিষেধ করেছে?(অর্থাৎ কেউ যখন অভাবে পড়বে তখন সে যেন ইহা পড়ে)যখনই ঘর থেকে বার হবে তখনই ইহা পাঠ করবে—

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَمَالِىْ وَدِيْنِىْ اَللّٰهُمَّ رَضِنِىْ بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا قَدَّرْتَ حَتّٰى لَا اُحِبُّ تَعْجِيْلَ مَا اَخَّرْتَ وَلَاتَأْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ

উচ্চারণঃ-বিস্মিল্লাহি আলা নাফ্সী ওয়া মা—লী ওয়া দীনী আল্লাহুম্মা রাদ্বিনী বি ক্বাদ্বা—ইকা ওয়া বা—রিক লী ফীমা ক্বাদ্দার্তা হাত্তা— লা—য়ুহিব্বু তায়াজীলা মা—আখ্খার্তা ওয়ালা তা'খীরা মা—আজ্জাল্তা।

অনুবাদঃ-আল্লাহর নামের বরকতে,আমার জান মাল এবং দ্বীনের মধ্যে অ্যায়! আল্লাহ আমাকে নিজের তাক্বদীরের উপরে রাযী রাখুন এবং যা আমার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন তার মধ্যে বর্কত নাযিল করুন।

এই পর্যন্ত যে,যেটাকে আপনি দূরে করে দিয়েছেন তার জন্য আমি তাড়াতাড়ি করছি না এবং যেটাকে আপনি আমার সামনে করেদিয়েছেন সেটাকে আমি দূরে চাই না(ইমাম আবুবাকার বিন ইসহাক্ব দীনূরী ইমাম ইবনুস্ সিনী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমাইন্তেকাল-৩৬৪হিজরীবর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-৬

হযরত সাইয়্যেদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যখন আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে পৃথিবীর বুকে পাঠালেন তখন তিনি(আলাইহিস্ সালাম)দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাবা শরীফের কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং দুই রাকায়াত নামায পাঠ করলেন। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর(আলাইহিস্ সালাম)উপরে এই দুয়া ইলহাম করলেনঃ-

اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ تَعْلَمُ سِرِّیْ وَعَلَنِیَتِیْ فَاقْبِلْ مَعْذِرَتِیْ وَتَعْلَمُ مَافِیْ نَفْسِیْ فَاغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُکَ اِیْمَانًا یُّبَاشِرُ قَلْبِیْ وَیَقِیْنًا صَادِقًا حَتّٰی أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا یُصِیْبُنِیْ اِلَّا مَا کَتَبْتَ لِیْ وَرَضِّنِیْ بِمَا قَضَیْتَ لِیْ.

উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মা ইন্নাকা তায়ালামু সির্‌রি ওয়া আলা নিয়াতী ফাক্বিল মায়াযিরাতি ওয়া তায়ালামু মা¯ফী নাফ্‌সী ফাগফির্‌লী যুনুবী আল্লাহুম্মা আস্যালুকা ঈমা¯নান যুবাশিরু ক্বালবী ওয়া ইয়াক্বীনান সা¯দিকান হাত্তা আ-লামু আন্নাহু লা¯য়ুসিবুনি ইল্লা মা¯ কাতাবতা লী ওয়া রাদ্বদ্বিনী বিমা ক্বাদ্বাইতা লী।

অনুবাদঃ-অ্যায় আল্লাহ্! আপনি আমার গোপনীয় এবং প্রকাশ্যের সমস্ত কাজ থেকে অবহিত আছেন। অতএব যা কিছু আমার(আলাইহিস্ সালাম)দিলের মধ্যে আছে,সেটাও আপনি জানেন। আমার(আলাইহিস্ সালাম)মায়াযিরাত(বাহানা)কে কবুল করুন এবং আমার গুনাহকে মাফ করে দিন,ইয়া আল্লাহ্ আপনার কাছে ইমান এবং সত্যের জন্য আরয করছি, যা আমার দিলকে পরিপূর্ণ করে দিবে এই পর্যন্ত যে,আমার দৃঢ় হয়ে যাবে এই ব্যাপারে যে,আমি শুধু ওটাই পোয়াবো যেটা আপনি আমার জন্য নির্ধারিত করেছেন এবং যা আমার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। আমাকে তার উপরে রাযী থাকার তৌফিক দান করুন।

যখন হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম উক্ত দুয়া পাঠ করলেন,তখন আল্লাহ্ তায়ালা ওহির দ্বারা ইরশাদ করলেনঃ- অ্যায় হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম! আমি আপনার তাওবা কবুল করলাম এবং আপনার পদস্খলন দূর করে দিলামএবং যেকেহ এই দুয়ার দ্বারা প্রার্থণা করবে আমি তার গুনাহকে মাগ করে দেবো এবং আমার হুকুমের দ্বারা তার মুশকিলে মদত করবো এবং লাভ পৌঁছাবো এবং শয়তানকে আমি দূর করে দেবো এবং তার সাথে সমস্ত রকমের মোকাবিলা করার জন্য সাহায্য করব

এবং দুনিয়াকে নাকের ভরে তার সামনে ঝুকিয়ে দেবো যদিও সে দুনিয়া না চায়(হাফীযুল হাদীস ইমাম আবুল ক্বাসিম সুলাইমান ত্বাব্‌রাণী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু,ইন্তেকাল-৩৬০হিজরী,আলমুয়াজিমুল আওসাতের মধ্যে বর্ণনা করছেন)।

হাদীস শরীফ-৭

হযরত সাইয়্যেদুনা মাওলা আলী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যেব্যক্তি প্রত্যেকদিন ১০০বারঃ-

لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ

উচ্চারণঃ-লা ইলা হা ইল্লাল্লা হুল মালিকুল হাক্কুল মুবীন। পাঠ করবে সে অভাবগ্রস্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকবে এবং ক্বরের ভয়ানক অবস্থা থেকে আরাম পাবে (ইমামুল কাবীর হাফিযুল হাদীস আহ্‌মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আবু নাঈম ইন্তেকাল-৪৩০হিজরী,এবং ইমামুল মুহাদ্দীসিন হাফিযুল মুহাদ্দীসিন হাফিয ও খাতিবে বাগদাদ ইন্তেকাল-৪৬৩হিজরী রাওয়াতুল মালিকে,ও ইমামুল কাবীর আবুস্ সুজা'য়া সিরওয়া দায়লামী ইন্তেকাল-৫০৯-হিজরী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম মুস্‌নাদুল ফিরদাউসের মধ্যে বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-৮

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে মাসঊদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে,যে ব্যক্তি নিজের ঘরে প্রবেশ করার সময় সুরা ইখলাস১ পাঠ করবে উক্ত পাঠকারী ব্যক্তির ঘরের লোকেদের এবং প্রতিবেশীদের থেকেও ফকীরি বা মুহতাজী দূর হয়ে যাবে অর্থাৎ উক্ত পাঠকারী ব্যক্তির ও তার ঘরের লোকেদের এবং তার প্রতিবেশীদেরও অভাব অনটন আসবে না(হা'ফিযুল হাদীস ইমাম আবুল ক্বাসিম সুলাইমান ত্বাব্‌রাণী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু,ইন্তেকাল-৩৬০হিজরী,আলমুয়াজিমুল আওসাতের মধ্যে বর্ণনা করছেন)।

১)সুরা ইখলাস হল এই—-

উচ্চারণঃ-বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির রাহিম।
❶কুল হুয়াল্লা'হু আহাদ্।❷আল্লা'হুস্‌সামাদ।❸লাম ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ যূলাদ্।❹ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহূ কুফুয়ান আহাদ্।

অনুবাদঃ-আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ,যিনি পরম দয়ালু,করুণাময়। ❶ আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ্ তিনি এক। ❷ আল্লাহ্ পরমুখাপেক্ষী নন। ❸না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন এবং না তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। ❹এবং না আছে কেউ তাঁর সমকক্ষ হবার। কানযুল ইমান।

সুরা ইখলাসের ফযিলতঃ-হাদীসঃ-আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা রাত্রিতে এক তৃতীয়াংশ ক্বোরআন মাজিদ পড়তে কি সক্ষম? লোকেরা আরয করলেন রাত্রিতে এক তৃতীয়াংশ ক্বোরআন মাজিদ কেউ কিভাবে পড়তে পারে? ইরশাদ করলেন সুরা ইখলাস একবার পাঠ করা এক তৃতীয়াংশ ক্বোরআন পাঠ করার সমান।(বুখারী ও মুসলিম)। হাদীসঃ-যে ব্যক্তি একদিনে ২০০বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে আল্লাহ্ তার ৫০ বছরের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন কিন্তু তার উপরে কর্জ বা দেনা থাকলে হবে না(তিরমিযী)। হাদীসঃ-যে ব্যক্তি শয়ন করার সময় ডান করটের উপর শুয়ে ১০০বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে,আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্বিয়ামত দিবসে বলবেন হে আমার বান্দা! তোমার ডাদন পাশ দিয়ে জান্নাতে চলে যাও। হাদীসঃ-নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সুরা ইখলাস পাঠ করতে শুনলেন,তখন ইরশাদ করলেন-জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে(ইমাম মালিক, তিরমিযী,নাসাঈ)(অনুবাদক)।

হাদীস শরীফ-৯

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে কায়াব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন যে, একব্যক্তি হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দর্বারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেনঃ- ইয়া আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি এই ব্যাপারে কি বলছেন যে,যদি আমি সব সময় দরুদে পাক পড়তে থাকি? তখন হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন-ইহা তোমাকে দুনিয়ার ও আখিরাতের দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রান দিবে(হুজ্জাতুল আলাল আরদ্ হা¯ফায়যুল হাদীস ইমাম আহ্‌মদ বিন্ হাম্বাল রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-২৪১হিজরী, উত্তম সনদের দ্বারা বর্ণনা করেছেন)

হাদীস শরীফ-১০

হযরত সাইয়্যেদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,অ্যায় আল্লাহ্! আমার(আলাইহিস্ সালাম) বৃদ্ধাবস্থার এবং বয়সের শেষ সময় পর্যন্ত আপনার রিযিক আমার(আলাইহিস্ সালাম) উপরে বর্কতময় করুন(হা¯ফিযুল হাদীস ইমাম আবুল ক্বাসিম সুলাইমান ত্বাব্‌রাণী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু,ইন্তেকাল-৩৬০হিজরী,হাসান সনদের দ্বারা এবং ইমামুল মুহাদ্দীসিন আবুবাকার আহমাদ বিন হুসাইন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বাইহাকী ইন্তেকাল-৪৫৮হিজরী,বাইহাকীর মধ্যে বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-১১

হযরত সাইয়্যেদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে,আমি(আলাইহিস্ সালাম)কি তোমাদের এমন বস্তুর ব্যাপারে বলবো না? যা তোমাদেরকে দুশমন থেকে হিফাযত (সুরক্ষা)করবে এবং তোমাদের রিযিক তোমাদের কাছে পৌঁছে দিবে,আর তা হল আল্লাহর নিকটে রাত্রি ও দিনে দুয়া প্রার্থনা করতে থাকো কেন না, দুয়া হল মুমিনের হাতিয়ার(ইমামুল হা¯ফিয আশ্শাইখ আবীল আব্বাস্ জায়াফর বিন মুহাম্মদ আলমুস্তাগফিরী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-৪৩২হিজরী কিতাবুদ্ দা-ওয়া¯তের মধ্যে বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-১২

হযরত সাইয়্যেদাতুনা উম্মে সালমা সিদ্দিকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে,হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযরের নামাযের পর ইহা বলতেনঃ-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ رِزْقًا طَیِّبًا

وَّعِلْمًا نَافِعًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا

উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্য়ালুকা রিয্ক্বা¯ন্ ত্বাইয়্যেবাউঁ ওয়া ইল্মান না¯ফিয়া¯উঁ ওয়া আমালা¯ম মুতাক্বাব্ বালা¯ন।

অনুবাদঃ-ইয়া আল্লাহ্!আমি আপনার কাছে পবিত্র রিযিক,লাভদায়ক ইল্ম(জ্ঞান)ক্বুবুল করা হবে এমন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করছি।(ইমামুল হা¯ফিয আশ্শাইখ আবীল আব্বাস্ জায়াফর বিন মুহাম্মদ আলমুস্তাগফিরী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-৪৩২হিজরী কিতাবুদ্ দা-ওয়া¯তের মধ্যে বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-১৩

হযরত সাইয়্যেদুনা ইরাক ইবনে মা¯লিক রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি যখন জুমায়ার নামায সমাধা করে নিতেন তখন ফিরে মাসজিদের দরজার কাছে গিয়ে বসে যেতেন এবং আরয করতেনঃ-ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার দাওত ক্বুবুল করেছি এবং আপনার ফরযকে আদায় করেছি এবং আপনি যার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন সেটাকে আদায় করেছি এখন আপনি আপনার ফযল থেকে রিযিক্ব প্রদান করুন নিশ্চয়ই আপনি হলেন উতম রুজিদাতা(ইমামুল হা¯ফিয আশ্শাইখ আবীল আব্বাস্ জায়াফর বিন মুহাম্মদ আলমুস্তাগফিরী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-৪৩২হিজরী কিতাবুদ্ দা-ওয়া¯তের মধ্যে বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-১৪

হযরত সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে,

যখন হযরত নূহ আলা নাবিয়ানা আলাইহিস্ সালামের ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হল তখন তিনি(আলাইহিস্ সালাম)নিজের পুত্রকে উপদেশ দিলেন যে,তোমাকে দুটি কথার হুকুম দিচ্ছিঃ-

١. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه

٢. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

উচ্চারণঃ-❶লা ইলা হা ইল্লা-লাহু ❷সুব্হানাল্লা হি ওয়াবিহাম্দিহি।

নিশ্চয়ই ইহা হল প্রত্যেক বস্তুর জন্য দুয়া এবং এর দ্বারাতেই প্রত্যেক প্রাণী রুজী পায়(আমিরুল মুমিনিন ফীলহা দীস ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী ইন্তেকাল-২৫৬হিজরী আদাবুল মুফরাদের মধ্যে, ইমামুল হাদীস আবুবাকার আহ্মদ বিন আম্র্ বায্যা ইন্তেকাল ৪৯৪হিজরী এবং ইমামুল কাবীর আবু আব্দুল্লাহ্ হাকীম ইন্তেকাল-৪০৫হিজরী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-১৫

হযরত সাইয়্যেদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে,আমি(আলাইহিস্ সালাম)তোমাদেরকে কি ঐদুটি কথা বলবো না,যে দুটি কথা হযরত নূহ আলা নাবিয়ানা আলাইহিস্ সালাম নিজের পুত্রকে আদেশ করেছিলেন। তিনি(আলাইহিস্ সালাম)বলেছিলেনঃ-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

উচ্চারণঃ-সুব্হানাল্লা হি ওয়াবিহাম্দিহি।

ফলকথা হল প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর হাম্দ করে এবং এটাই হল সমস্ত মাখলুকের দুয়া এবং এর বদলে সকলেই রিযিক পায়(ইমামুল হা ফিয আশ্শাইখ আবীল আব্বাস্ জায়াফর বিন মুহাম্মদ আলমুস্তাগফিরী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-৪৩২হিজরী কিতাবুদ্ দা-ওয়া তের মধ্যে বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-১৬

হযরত সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন যে,একব্যক্তি হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দর্বারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেনঃ- ইয়া আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি নিজের অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়ার জন্য আপনার(আলাইহিস্ সালাম)কাছে দারস্ত হয়েছি,তখন হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ- তুমি ফারিশ্তাদের দুয়া এবং সমস্ত সৃষ্টির তসবিহ্ থেকে গাফিল কেন? ফযরের সময় প্রবেশ করার পর থেকে নামায আদায় করার পূর্বে ১০০বার এই দুয়াঃ-

পরের পৃষ্ঠায় দেখুনঃ-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ
الْعَظِيْمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ

উচ্চারণঃ-সুব্হানাল্লা হি ওয়াবিহাম্দিহি সুব্হানাল্লা হিল আযীম আস্তাগফিরুল্লা হা আযীম।

পাঠ করে নিবে নিশ্চয়ই তার বর্কতে দুনিয়া তোমার কাছে নাকের ভরে উপস্থিত হবে(ইমামুল হা ফিয আশ্শাইখ আবীল আব্বাস্ জায়াফর বিন মুহাম্মদ আলমুস্তাগফিরী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-৪৩২হিজরী বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-১৭

হযরত সাইয়্যেদুনা হিশাম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন জুবাইর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন যে, হযরত ওমার ইবনুল খাত্তাব কাছে একবার কোন মুশকিল ব্যাপার উপস্থিত হলে তিনি হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্বারে উপস্থিত হয়ে নিজের সেই অসুবিধার ব্যাপারে সমাধান চেয়ে বললেন আমাকে এক ওসাক্ব খেজুর প্রদান করুন। তখন হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,যদি তুমি চাও তাহলে তোমার জন্য এক ওসাক্ব খেজুরের জন্য হুকুম করে দেবো এবং যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে এমন কিছু কলমা শিখিয়ে দেবো, যা তোমার জন্য খেজুরের চেয়ে উত্তম হবে; তুমি এটা পাঠ করতে থাকোঃ-

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَاعِدًا وَّقَائِمًا
وَّرَاقِدًا وَّلَاتُطِعْ فِىَّ عَدُوًّا وَّلَا حَاسِدًا
وَّأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَصِيَةِ وَ
اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِىْ هُوَ بِيَدِكَ كُلِّهِ

উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মাহ্ ফাযনী বিলইসলামি ক্বা ইদাউঁ ওয়া ক্বা ইমাউঁ ওয়া রাক্বিদাউঁ ওয়ালা তুত্বীয় ফিইয়া আদুয়াউঁ ওয়ালা হা সিদাউঁ ওয়া আউযুযুবিকা মিন্ শার্‌রি মা আন্তা আ খিযুন বিনা সিয়াতি ওয়া আস্য়ালুকা মিনাল খাইরিল্ লাযী হুয়া বিয়াদিকা কুল্লিহি।

অনুবাদঃ-অ্যায় আল্লাহ্! আমাকে আমার চলতে,বসতে,উঠতে প্রত্যেক অবস্থায় ইসলামের সাথে হিফাযাত করুন এবং দুশমন এবং হিংসুকদেরকে দিকে রাস্তা দিয়ো না এবং আমি প্রত্যেক ঐবস্তুর থেকে পানাহ্ চাইছি,যাকে আপনার কুদরতে ধরে রেখেছে এবং সমস্ত ভালায়ী আপনার দাস্তে কুদ্‌রাতের মধ্যে আছে এবং আপনার কাছে উত্তম বিষয়ের জন্য প্রার্থণা করছি(ইমামুল হা ফিয আশ্শাইখ আবীল আব্বাস্ জায়াফর বিন মুহাম্মদ আলমুস্তাগফিরী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-৪৩২হিজরী,বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-১৮

হযরত সাইয়্যেদুনা মাওলা আলী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, অ্যায় আলী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু তুমি কোন বস্তু বেশী পছন্দ করো যে,৫০০ছাগল এবং তার মালিকানা? অথবা এই ৫টি কলমা যার দ্বারা তুমি দুয়া করো,তুমি এটা পড়বেঃ-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرلِى ذَنْبِى وَطَيِّبْ لِى كَسْبِى وَوَسِّعْ لِى فِى خُلُقِى وَلَا تَمْنَعْنِى مِمَّاقَضَيْتَ لِى وَلَا تَذْهَبْ نَفْسِى اِلٰى شَىْءٍ صَرَّفْتَهُ عَنِّى.

উচ্চারণঃ-আল্লাহুমাগ্ ফিরলী যাম্বী ওয়া ত্বাইইব্ লী কাস্‌বী ওয়া ওয়া ওয়াসী‾ লী ফী খুলুক্বী ওয়ালা তাম্ নায়ানী মিম্মা‾ ক্বাদ্বায়তা ইলা‾শাইইন সার্‌রাফ্‌তাহু আন্নী।

অনুবাদঃ- অ্যায় আল্লাহ্! আমার গুনাহ্‌কে মাফ করে দিন,আমার রিযিকের মধ্যে পবিত্রতা দিন,এবং আমার চরিত্রে আরো সুন্দর বানিয়ে দিন এবং যা আমার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন সেটাকে আমার জন্য বন্ধ করবেন না এবং যে বস্তুকে আমার থেকে দূরে করেছেন আমার মনকে ঐবস্তুর দিকে যেতে দিবেন না(ইমামুল হা‾ফিয আশ্‌শাইখ আবীল আব্বাস্ জায়াফর বিন মুহাম্মদ আলমুস্তাগফিরী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-৪৩২হিজরী,বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-১৯

হযরত সাইয়্যেদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত,তিনি বলেন যে,আমাকে আমার আব্বাজান(হযরত সাইয়্যেদুনা আবুবাকার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু)ইরশাদ করেছেন যে,আমি কি তোমাকে ঐ দুয়া শেখাবো না? যা আমাকে হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন,হযরত ইসা আলাইহিস্ সালাম এই দুয়া নিজের হাওয়ারী(সাহাবী)দেরকে শিখিয়েছিলেন অতএব তোমার উপরে যদি উহুদ পাহাড়ের বরাবর কর্জ বাদেনা থাকে আল্লাহ্ তায়ালা সেটাকে নামিয়ে দিবেন। আমি বললাম নিশ্চয় বলুন তখন হযরত সাইয়্যেদুনা আবুবাকার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করলেন এইটা পড়ুনঃ-

اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاسِفَ الْكَرْبِ مُجِبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ رَحِمَهُمَا اَنْتَ رَحْمَانِى[وفى رواية أنت تَرْحَمُنِىْ]فَارْحَمْنِى رَحْمَةً تُغْنِيْنِى بِهَا عَنْ رَّحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মা ফারিজাল হাম্মি কা শিফাল কারবি মুজিবা দায়াওয়াতিল মুদ্ত্বার্‌রি রাহ্‌মানাদ্ দুন্‌ইয়া ওয়াল আ খিরাতি রাহীমাহুমা আন্তা রাহ্‌মা নী(ওয়া ফী রাওয়াতিল আ খির আন্তা তারহাম্‌নী)ফারহাম্‌নী রাহ্‌মাতান্ তুগনিনী বিহা আঁর রাহ্‌মাতিন মান্ সিওয়াক্।

অনুবাদঃ-অ্যায় আল্লাহ্! অ্যায় চিন্তা দূরকারী,দুঃখ দূরকারী,চিন্তিত অবস্থার দুয়া ক্ববুলকারী,দুনিয়া এবং আখিরাতে মেহেরবানকারী,আপনিই আমার উপরে রহমকারী। অ্যায় রহমকার আপনি আমার উপরে এমন রহম করুন, যা অন্য রহমকারীদের চেয়ে বেনিয়াজ করে দিবে।

হযরত সাইয়্যেদুনা আবুবাকার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন যে,আমার উপরে একটা কর্জ বা দেনা ছিল তার জন্য আমার লজ্জাবোধ হচ্ছিলো(অতএব এই দুয়া পড়াতে আরম্ভ করলাম)মাত্র কিছুদিন পড়া হয়েছে এবং আল্লাহ্ তায়াল একজায়গা থেকে আমাকে লাভবান করলেন তার দ্বারা আমি দেনা মিটিয়ে দিলাম।

হযরত সাইয়্যেদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা ইরশাদ করেন যে,আমার উপরে হযরত সাইয়্যেদাতুনা আসমা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহার কিছু দেনা ছিল এবং তার জন্য আমি তার কাছে লজ্জাবোধ করছিলাম তারপর আমি এই দুয়া পড়তে আরম্ভ করলাম। মাত্র কিছুদিন পড়া হয়েছে আল্লাহ্ তায়ালা মিরাস ও সাদকা ব্যতীত আমাকে রিযিক প্রদান করলেন এবং তার দ্বারা আমি দেনা শোধ করে দিলাম

এবং আমার ভাই আব্দুর্ রহমান বিন আবুবাকার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর জন্য ৩টি অলঙ্কার তৈরী করে দিলাম এবং তার পরেও আমার কাছে বড় ধরণের টাকা বেঁচে থাকলো(ইমামুল হাদীস আবুবাকার আহ্‌মদ বিন আম্‌র ইন্তেকাল-৪৯৪হিজরী,ইমামুল কাবীর আবু আব্দুল্লাহ্ ইন্তেকাল ৪০৫হিজরী,ইমামুল মুহাদ্দীসিন আবুবাকার আহমাদ বিন হুসাইন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বাইহাকী ইন্তেকাল-৪৫৮হিজরী,কিতাবুদ্ দাওয়াতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-২০

হযরত সাইয়্যেদুনা আবুসাঈদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত সাইয়্যেদুনা আবু ওমামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুকে দেখে বললেন তোমার কি হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন আমাকে দুঃখ এবং দেনাতে ভরে ঘিরে নিয়েছে। তখন হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাকে ঐ কালাম শেখাবোনা? যা পাঠ করলে আল্লাহ্ তায়ালা তোমার দুঃখ কষ্ট দূর করে দিবেন এবং তোমার উপর থেকে দেনাকে নামিয়ে দিবেন অর্থাৎ দেনা শোধ করার ক্ষমতা দিবেন। তারপর হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সকাল সন্ধ্যায় ইহা পড়তে থাকোঃ-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْکَسَلِ وَاَعُوْذُبِکَ مِنَ الْبُخْلِ

وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

উচ্চারণঃ-আল্লা¯হুম্মা ইন্নি আস্য়ালুকা মিনাল কাসালি ওয়া আঊযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়ালজুব্নি ওয়া আঊযুবকা মিন গালাবাতিদ্ দ্বীনি ওয়া ক্বাহ্রির্ রিজাল্।

অনুবাদঃ-অ্যায় আল্লাহ্! আমি অলসতা থেকে আপনার পানাহ্ চাইছি,এবং কৃপণতা ভয়ভীতি থেকে আপনার পানাহ্ চাইছি এবং দেনার ভারী থেকে এবং লোকেদের আক্রমন থেকে আপনার পানাহ্ চাইছি(ইমামুল কাবীর হা¯ফিযুল হাদীস আবুদাউদ ইন্তেকাল-২৭৫হিজরী এবং ইমামুল মুহাদ্দীসিন আবুবাকার আহমাদ বিন হুসাইন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা বাইহাকী ইন্তেকাল-৪৫৮হিজরী,কিতাবুদ্ দাওয়াতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-২১

হযরত সাইয়্যেদুনা মাওলা আলী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এক মাকাতিব গোলাম তাঁর কাছে এসে আরয করলেন লিখিত মাল আদায়ের ব্যাপারে আমার মদত করুন। তখন হযরত সাইয়্যেদুনা মাওলা আলী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করলেন! আমি কি তোমাকে ঐ কলমা শেখাবো না,যা হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন। অতএব তোমার উপর যদি কোহে শাবীরের(একটি পাহাড়)মতো দেনা থাকে তবু আল্লাহ্ তোমার উপর থেকে নামিয়ে দিবেন। ঐব্যক্তি তবে অবশ্যই শেখান! তখন তিনি(রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু) বললেন ইহা পাঠ করবেঃ-

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ

وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মা আকফিনী বিহালালিকা ওয়া হারা¯মিকা ওয়া আগনিনী বিফাদ্বলিকা আম্মান্ সিওয়াক্।

অনুবাদঃ-অ্যায় আল্লাহ্! আমাকে হালাল রিযিক দান করুন এবং হারাম মাল থেকে বাঁচান এবং আপনার ফযল থেকে আমাকে ধণী তৈরী করে অনান্যদের থেকে চিন্তা মুক্ত করুন(ইমামুল মুহাদ্দীসিন আবুবাকার আহমাদ বিন হুসাইন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা বাইহাকী ইন্তেকাল-৪৫৮হিজরী,বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-২২

হযরত সাইয়্যেদুনা মাওলা আলী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে,একদা হযরত ফাতিমা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দর্বারে উপস্থিত আরয করলেন,ফারিশ্তা আলাইহিস্ সালামগণের খাবার হল তাস্বীহ্ এবং তাহ্লীল্ কিন্তু আমাদের খাবার? তখন হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,ঐযাতের কসম!

যিনি আমাকে(আলাইহিস্ সালাম)হক্বের সাথে প্রেরণ করেছেন যে,আলে মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর ঘরে ৩দিন পর্যন্ত চুলা জ্বলে না। অবশ্য এখন কিছু এসেছে যদি তুমি চাও তাহলে তা থেকে এক পঞ্চামাংশ তোমাকে দিয়ে দেবো অথবা যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে ৫টি কলমা শিখিয়ে দেবো যা হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আমাকে শিখিয়েছেন (আল্লাহর তরফ থেকে এসে বলেছেন)। অ্যায় বেটি তুমি পাঠ করতে থাকোঃ-

يَا أَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ وَ يَاآخِرَ الْاٰخِرِيْنَ وَ يَاذَا الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ

وَيَارَاحِمَ الْمَسَاكِيْنَ وَيَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণঃ-ইয়া আওয়ালাল আওয়ালীনা ওয়া ইয়া আ—খিরাল আ—খিরীনা ওয়া ইয়া যাল— ক্বুওয়াতিল মাতীনি ওয়া ইয়া রা—হিমাল্ মাসা—কীনা ওয়া ইয়া আর্হামার্ রা—হিমীনা(ইমামুল হা—ফিয আশ্শাইখ আবীল আব্বাস্ জায়াফর বিন মুহাম্মদ আলমুস্তাগফিরী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-৪৩২হিজরী,বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-২৩

হযরত সাইয়্যেদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা ইরশাদ করেন যে,যখন হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনতেন তখন ইহা পাঠ করতেনঃ-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

اِلٰه[اَوْرَبَّ] كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ [وَالزَّبُوْرِ]

وَالْفُرْقَانِ فَالِقَ الْحَبِّ وَنَوٰى أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ

أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَةِ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْاَوَّلُ [فَلَيْسَ]قَلْبَكَ شَيْءٌ

[وأَنْتَ]الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ

دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়া—তিস্ সাব্য়ী ওয়া রাব্বাল্ আর্শীল আযীমি ইলাহা কুল্লি শাইইন মুন্যিলাত্ তাওরাতি ওয়াল ইঞ্জিলে ওয়াল ফুরক্বানি ফা—লিকাল হাব্বি ওয়ান্নাওয়া আউযুবিকা মিন শার্রি কুল্লি শাইইন আন্তা আ—খিযুন বিনাসিয়াতি আল্লাহুম্মা আন্তাল্ আওওয়ালু ক্বাবলাকা শাইইন আল্ আ—খিরু

ফালাইসা বায়াদাকা শাইউন ওয়া আন্তাল্ বাত্বিনু ফালাইসা দূনাকা শাইউন ইক্বদ্বি আন্নাদ্ দীনা ওয়া আগনিনা- মিনাল ফাক্বরি।

অনুবাদঃ- অ্যায় আল্লাহ্! সাত আসমান এবং আর্শে আযীমের মালীক। অ্যায় প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক তাওরাত ইঞ্জিল ও ক্বোরআন মাজিদ অবতীর্ণকারী,বীজ থেকে গাছ উৎপাদনকারী, আমি প্রত্যেক ঐবস্তু থেকে আপনার পানাহ চাইছি যাকে আপনার পবিত্র দাস্তে মুবারক ধরে রেখেছে। অ্যায় আল্লাহ্! আপনিই হলেন সর্বপ্রথম এবং আপনার আগে কোন বস্তু নাই এবং আপনিই হলেন সর্বশেষ আপনার পরে কোন বস্তু নাই,এবং আপনিই হলেন বাত্বিন আপনি ব্যতিত কেউ নাই। আমার কর্জকে আদায় করেদিন এবং আমাকে অভাবগ্রস্থ হওয়া থেকে হিফাযাত করুন(ইমাম হা¯আহ্মদ বিন আলী আবু ইয়ালা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-৩০৭হিজরী বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-২৪

হযরত সাইয়্যেদুনা ক্বিলা বিনতে মাখরুমা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত, তিনি বলেন যখন তিনি রাত্রিতে বিছানায় শুতে যেতেন তখন এই দুয়া পাঠ করতেনঃ-

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُ هُنَّ بِرٌّ وَفَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَايَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَايَعْرِجُ فِيْهَا وَشَرِّ مَايَنْزِلُ فِى الْاَرْضِ وَشَرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَاوَشَرِّ فِتَنِ النَّهَارِ وَطَوَارِقَ اللَّيْلِ اِلَّاطَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ وَاٰمَنْتُ بِاللّٰهِ[وَ]اعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ تَوَاضَعَ لِعَظْمَتِهِ كُلُّ شَىْءٍ وَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَضَعَ لِمُلْكِهِ كُلُّ شَىْءٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَجَدُّكَ الْاَعْلٰى وَاِسْمُكَ الْاَكْبَرُ وَكَلِمَاتُ التَّآمَاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُ هُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ اَنْ تَنْظُرَ اِلَيْنَا نَظْرَةً مَرْحُوْمَةً لَا تَدَّعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَفَقِيْرًا اِلَّا جَبَّرْتَهُ وَلَا عَدُوًّا

اِلَّا أَهْلَكْتَهُ وَلَا عُرْيَانًا اِلَّا كَسَوْتَهُ وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا أَمْرًا لَنَا فِيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ خَيْرًا اِلَّا أَعْطَيْتَنَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمْتُ بِهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ أَرْبَعَةً وَّثَلَاثِيْنَ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ [وَسُبْحَانَ اللّٰهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ]

উচ্চারণঃ-আউযু বিকালিমা তিল্লাহিত্ তা ম্ মা তিল লাতী লা য়ুযাবিযু হুন্না বির্রুন ওয়ালা ফা জিরুন মিন শার্রি মা ইয়ান যিলু মিনাস্ সামায়ি ওয়ামা ইয়ারুজু ফীহা ওয়া শার্রি ইয়ান যিলু ফীল আরদ্বি ওয়ায় শার্রি মা ইয়াখরুজু মিনহা ওয়া শার্রি ফিতানিন্ নাহা রি ওয়া ত্বাওয়ারিক্বিল লাইলি ইল্লা ত্বারিক্বাইঁ ইয়াত্বরুক্ব বিখাইরিন ওয়া আমান্তু বিল্লা হি আ তাসাম্তু বিল্লাহি আলহাদু লিল্লা হিল্লাযী তাওয়াদ্বায়া লি আযমাতিহি কুল্লি শায়ইন ওয়াল আমদু লিল্লা হিল্লাযী খাদ্বায়া লিমুল কিহি কুল্লি শায়ইন আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা বিমায়াককিদিল ইজ্জি মিন আর্শিকা ওয়া মুন্তাহীর্ রাহমাতি মিন কিতাবিকা ওয়া জাদ্দুকাল আয়ালা ওয়াস্মুকাল আকবারু

ওয়া কালি মাতুত্ তা মা তিল লাতী লা য়ুজাবিযু হুন্না বির্রুন্ওয়ালা ফা জিরুন আন্ তানযুরা ইলাইনা নায্রাতান মারহূমাতান লা তাদ্দী লানা যাম্বান ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা ফাক্বীরান ইল্লা জাব্বারতাহু ওয়ালা আদুওয়ান ইল্লা আহ্লাকতাহু ওয়ালা উরিয়ানা ন ইল্লা কাসাওতাহু ওয়ালা যাম্বান ইল্লা কাদ্বায়তু ওয়ালা আমরান লানা ফীহি ফীদ্ দুন্ইয়া ওয়ায়ল আ খিরাতি খাইরান ইল্লা আ ত্বাইতানা ইয়া আর্হামার্ রা হিমিন আ মান্তু বিল্লা হি ওয়া সাম্তু বিহি ওয়ালহামদু লিল্লা হি আরবায়াতা ওয়া সালাসীনা ওয়াল্লাহু আকবার সালাসান ওয়া সালাসীনা(ওয়া সুব্হা নাল্লাহি সালাসান ওয়া সালাসীনা)।

অনুবাদঃ-আমি আল্লাহর এমন ইস্মে কামিল(পরিপূর্ণ পবিত্র নাম)দ্বারা পানাহ্(আশ্রয়) নিচ্ছি যাকে কোন নেক এবং বদ আতিক্রম করতে পারবে না। ঐসমস্ত খারাপি থেকে যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আসমানে উঠে যায় এবং যমিনের মধ্যে বর্তমানে উপস্থিত আছে তার থেকে বের হওয়া খারাপি থেকে এবং তার ফিত্না থেকে এবং রাত্রির নক্ষত্রের খারাপি থেকে ইহা ব্যতিত যে, যে ভালায়ি রাত্রিতে অবতীর্ণ হয় এবং আমি আল্লাহ তায়ালার উপরে ইমান আনছি এবং তাঁর উপরেই ভরসা করি।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যার আযমাতের সামনে সমস্ত বস্তু কমজোর এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্যই যার বাদশাহীর কাছে সকলেই কমজোর।

অ্যায় আল্লাহ্!আমি আপনার সম্মানিত আর্শের পায়ার সাথে এবং আপনার কিতাবের সম্মানিত মর্যদার সাথে আরয করছি এবং আপনার বুজুর্গি অনেক বড় এবং আপনার পুরস্কার হল অতি উত্তম এবং আপনার পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা যাকে কেউ অতিক্রম করে পারবে না। আপনি আমার দিকে আপনার রহমতের দৃষ্টিপাত করুন। আমার গুনাহকে মাফ করে দিন। আমার গরীবি অস্থাকে ধণীতে পরিণিত করে দিন। আমার দুশমনকে বর্বাদ করে দিন। যার কাপড় নাই তাকে কাপড় দান করুন,দেনা থেকে পরিত্রান দান করুন এবং দুনিয়া এবং আখিরাতে ভালায়ী প্রদান করুন।অ্যায় সবচেয়ে বেশী দয়ালু! এবং আমি আল্লাহ্ তায়ালার উপর ইমান আনছি এবং তার উপরেই ভরসা করছি।সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়। ৩৪বার আলহামদু লিল্লাহ্,৩৩বার আল্লাহু আকবার,৩৩বার সুবহানাল্লাহ্।

তারপরে বলেনঃ- অ্যায় বেটি ইহা হল হিকমাতের খাযানা তিনি আরো বলেন- হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেব জাদী(হযরত ফাতিমা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা) একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে খাদীম নেওয়ার জন্য গেলেন তখন হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,আমি(আলাইহিস্ সালাম)তোমাকে খাদীমের চেয়েও উত্তম বস্তুর ব্যাপারে বলবো না কি? হযরত ফাতিমা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা আরয করলেন অবশ্যই বলুন!

অতএব হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে খাবার পরে এবং বিছানাতে শুতে যাওয়ার সময় এই তাস্বিহ্(৩৩বার সুবহানাল্লাহ,৩৩বার আলহামদু লিল্লাহ,এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার) ১০০বার পাঠ করতে বললেন(হা ফিযুল হাদীস ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান তাব্রাণী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-৩৬০হিজরী হাসান সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-২৫

হযরত আবু মুনজির হিশাম বিন মুহাম্মদ রাহিমা হুমুল্লাহ নিজের পিতার অনুকরনে বর্ণনা করেছেন যে,হযরত সাইয়্যেদুনা হাসান বিন আলী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর একবার সামান্য হাত খালি ছিল অবশ্য বাৎসরিক হিসাবে ১লক্ষ টাকা ওযিফা হিসাবে পেতেন। কিন্তু হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু কয়েক বছর থেকে ওযিফা না দেওয়ার কারণে তাঁর তাহ খালি হয়ে যায় এবং খুব কষ্টের মধ্যে পড়ে যান। তিনি কালি ও কলম আনার হুকুম দিলেন যাতে হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুকে নিজের অবস্থার ব্যাপারে অবগত করিয়ে ওযিফা নিতে পারেন। কিন্তু হঠাৎ করে লেখা থেকে বিরত হলেন এবং নিজের অবস্থা সম্পর্কে জানানো উচিত মনে করলেন না।

অতএব রাত্রিতে স্বপ্নের মধ্যে হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন,তিনি(আলাইহিস্ সালাম)জিজ্ঞাসা করলেন অ্যায় হাসান !কেমন আছো?

উত্তরে বললেন অ্যায় বাবাজান আমি ভালো আছি কিন্তু ওযিফা পেতে দেরী হওয়ার জন্য একটু অসুবিধার মধ্যে আছি,তখন হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন। তুমি তো কলম এবং কালি আনতে বললে যাতে তোমার মতো মাখলুক লিখে অবগত করানোর জন্য,আমি আরয করলাম বাবাজান এছাড়া আমি কি করবো? হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অ্যায় প্রিয় ইহা পাঠ করতে থাকোঃ-

اَللّٰهُمَّ اقْذِفْ فِىْ قَلْبِىْ رَجَئَكَ وَاقْطَعْ عَمَّنْ سِوَاكَ حَتّٰى لَا أَرْجُوْ أَحَدًا غَيْرَكَ اَللّٰهُمَّ وَمَاضَعُفَتْ نَفْسِىْ عَنْهُ قُوَّتِىْ وَقَصُرَ عَنْهُ عَمَلِىْ وَلَمْ تَنْتَهِ اِلَيْهِ رَغْبَتِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْئَلَتِىْ وَلَمْ يَجْرِ عَلَى لِسَانِىْ مَاأَعْطَيْتَ أَحَدٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ مِنَ الْيَقِيْنِ فَخُصَّنِىْ بِهٖ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মাক্বযফ্ ফী ক্বালবী রাযায়াকা ওয়াক্বতায়া আম্মান সিওয়া¯কা হাত্তা¯ লা আরজু আহাদান গাইরাকা আল্লাহুম্মা দ্বায়ুফাত নাফ্সী আনহু ক্বওয়াতী ওয়াক্বাস্রা আনহু আমালী ওয়া লাম তান্তাহি ইলাইহি রাগবাতী ওয়া লাম তাবলুগহু মাসয়ালাতী ওয়া লাম ইয়াজরি আল লিসা¯নী মা¯ আ¯তায়তা আহাদুন মিনাল আওয়ালীনা ওয়াল আ¯খিরীনা মিনাল ইয়াক্বিনি ফাখুস্সানী বিহি ইয়া রাব্বাল আ¯লামী¯ন।

অনুবাদঃ-অ্যায় আল্লাহ্! আমার অন্তরে শুধু আপনারই পবিত্র যাতের উপরেই ভরসা ভরে দিন এবং আপনার ভরসা ব্যতিত প্রত্যেকের ভরসা বের করে দিন এবং আমি যেন আপনি ব্যতিত কারোর উপরে ভরসা না রাখি। অ্যায় আল্লাহ্! কোন বস্তুর দ্বারা আমার নাফসে মজবুতি থাকা সত্ত্বেও যেন তা থেকে কমজোর হয়ে যায় এবং আমার কাজ ঐবস্তুর জন্য কমে যায় এবং আমার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেন সেই বস্তু পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারি এবং আমার চাওয়ার অনুরোধটা যেন তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে এবং আমার জবানে যেন না আসে তা যে কোন বস্তু হোক না কেন। যা আপনি পূর্বের ও পরের জন্য মাফ করে দেন। অ্যায় আল্লাহ্! তাদের সাথে আমাকেও খাস করে নিন।

হযরত সাইয়্যেদুনা হাসান বিন আলী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আমার সেই ওযিফাটা এক সপ্তাহও পাঠ করা হয়নি কিন্তু এদিকে হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু আমার কাছে ৫লক্ষ টাকা পাঠিয়া দিয়ে দিলেন। তখন আমি বললাম সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি নিজের যিকিরকারীকে ভূলেন না এবং তাঁর কাছে প্রার্থনাকারীদেরকে কখনোও নিরাশ করেন না। আবার আমি স্বপ্নের মধ্যে হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করলাম। তখন হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন। অ্যায় হাসান কেমন আছো? আমি বললাম,অ্যায় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি ভালো আছি এবং তার পরে আমার অবস্থার কথা বললাম। তা শুনে হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,অ্যায় বেটা! যারা খালিক্বের কাছে ভরসা রাখে এবং মাখলুককে গুরুত্ব দেয় না তাদের সাথে এধরণেরই ব্যাপার ঘটে থাকে।

আবেদন

এই বই শুধু মাত্র নেটের মধ্যেই পাবেন কারণ ইহা প্রেস থেকে ছাপা হয়নি। কোন ধর্ম প্রাণ মুসলমান এই পুস্তকটি ছাপার জন্য কিছু অর্থের ব্যবস্থা করে দিলে খুব খুশি হবো-অনুবাদক

visit করুন yanabi.in
হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

রুজীর বর্কতের আমলের ব্যাপারে আলোচনা

হাদীস শরীফ-২৬

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে,যে ব্যক্তি চায় যে তার রুজীতে বর্কত হোক এবং তার বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হোক তার উচিৎ সে যেন সিলা রহমী করে অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনের সাথে সৎ ব্যবহার করে(আমিরুল মুমিনিন ফীলহা—দীস ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-২৫৬হিজরী বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-২৭

হযরত সাইয়্যেদুনা আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে,

যে ব্যক্তি চায় আল্লাহ্ তায়ালা তার ঘরের মধ্যে খাইর ও বর্কত(রুজীতে উত্তম রহমত)অবতীর্ণ করুক। তার উচিৎ সে যেন খাবার খাওয়ার পূর্বে এবং খাবার খাওয়ার পরে ওযু করে নেয়(এখানে ওযু বলতে মুখ এবং দুই হাতকে কব্জি পর্যন্ত ধোওয়া)(ইমামুল মুহাদ্দীসিন আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে মাযা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু-ইন্তেকাল-২৭৫হিজরী বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-২৮

হযরত সাইয়্যেদুনা মুয়ামার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু এবং একজন ক্বোরাইশী ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। যে,যখনই হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র রুজীতে তাঙ্গী(অল্প রুজী) দেখতেন১ নিজের ঘরের লোকেদেরকে বেশী বেশী করে নামায পড়ার হুকুম দিতেন এবং সাথে সাথে এই আয়াত শরীফটাও পড়তেনঃ-

১)এখানে শুধু মাত্র উম্মতের কথা চিন্তা করে হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুজীতে কমী এসেছে বলা হয়েছে যেন আমাদের মতো গুনাহগারেরা রুজীর বর্কতের জন্য আল্লাহর দর্বারে দুয়া করার একটা রাস্তা পায় তাছাড়া হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহপাক কুল কায়েনাতের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। মিশকাত ও বুখারী শরীফে আছে হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করলে পাহাড়কে সোনাতে পরিণিত করতে পারেন-অনুবাদক

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ط لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ط نَحْنُ نَرْزُقُكَ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى[سورة طه ٢٠,آية١٣٢]

উচ্চারণঃ-ওয়া-মুর্ আহ্লাকা বিস্সালা তি ওয়াস্ত্বাবির্ আলাইহা লা নাস্য়ালুকা রিযকা ন নাহনু নারযুক্কুকা ওয়াল আ ক্বিবাতু লিত্ তাক্ওয়া।

অনুবাদঃ-এবং আপন পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং নিজেও সেটার উপর অবিচলিত থাকো। আমি তোমার নিকট কোন জীবিকা চাইনা; আমি তোমাকে জীবিকা দেবো; এবং শুভপরিণাম খোদাভীরুতার জন্য(সুরা-ত্বাহা,আয়াত-১৩২,পারা-১৬)(কানযুল ইমান)(ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমামুল কাবীর আব্দুর্ রায্যাক ইমামুল হুমাম সান্য়ানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-২১১হিজরী,নিজের কিতাব মুসান্নাফের মধ্যে বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-২৯

হযরত সাইয়্যেদুনা মুয়ামার,হযরত হামযা,হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের আহলে আয়ালকে১ কোন কষ্ট বা তাঙ্গীর মধ্যে দেখতেন তখন তাদেরকে বেশী বেশী করে নামায পড়ার হুকুম দিতেন এবং এই আয়াত শরীফ পাঠ করতেনঃ-

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ط لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ط نَحْنُ نَرْزُقُكَ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى[سورة طه ٢٠,آية ١٣٢]

উচ্চারণঃ-ওয়া-মুর্ আহ্লাকা বিস্সালা তি ওয়াস্ত্বাবির্ আলাইহা লা নাস্য়ালুকা রিযকা ন নাহনু নারযুক্কা ওয়াল আ ক্বিবাতু লিত্ তাক্ওয়া।

১)আহলে আয়াল বলতে হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খান্দান বা ঘর পরিবার বা বংশকে বোঝায় এবং তাফসীরে মধ্যে আছে যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খান্দান বলতে সমস্ত মুমিন মুমিনাতকেও বোঝায়-অনুবাদক

অনুবাদঃ-এবং আপন পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং নিজেও সেটার উপর অবিচলিত থাকো। আমি তোমার নিকট কোন জীবিকা চাইনা; আমি তোমাকে জীবিকা দেবো; এবং শুভপরিণাম খোদাভীরুতার জন্য(সুরা-ত্বাহা,আয়াত-১৩২,পারা-১৬)(কানযুল ইমান)(ইমামুল হাদীস হা ফিযুল কাবীর সাঈদ ইবনে মানসুর খুরাসানী মাক্কী ইন্তেকাল২২৭হিজরী নিজের সুনানে এবং ইমাম ইবনে মুনযির রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা নিজের তাফসীরের মধ্য বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-৩০

হযরত সাইয়্যেদুনা সাবিত রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খান্দানের মধ্যে কোন বড় ধরনের অসুবিধায় দেখলে,তাদেরকে ডাকতেন এবং বলতেন অ্যায় আমার ঘর পরিবার নামায পড়।

হযরত সাইয়্যেদুনা সাবিত রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেন যে,যখন নবী আলাইহিমুস্ সালামগণের উপরেও কোন সমস্যা আসত তারাও(আলাইহিমুস্ সালাম)নামাযের দিকে দৌড়ে আসতেন(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আর্দ্বি,হা ফিযুল হাদীস,ইমাম ইমাম আহ্মদ বিন হাম্বাল ইন্তেকাল-২৪১হিজরী কিতাবুয্ যুহদ্ এর মধ্যে ইমামুল মুফাস্সিরিন হা ফিযুল হাদীস ইবনে আবী হা তিম ইন্তেকাল-৩২৭হিজরী স্বীয় নিজের তাফসীরের মধ্যে বর্ণনা করেছেন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা)।

হাদীস শরীফ-৩১

হযরত সাইয়্যেদুনা মুয়ায বিন জাবাল রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, অ্যায় লোকেরা! আল্লাহ্ তায়ালার তাক্ওয়ার তেজারাত(ব্যবসা)কর তারপর রিযিক তোমাদের কাছে মাল,সম্পদের বিনা তেজারতে চলে আসবে। এবং এই আয়াত শরীফটা পাঠ করেনঃ-

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ

উচ্চারণঃ-ওয়া মাই ইয়াত্ তাক্বিল্লাহা লাহু মাখরাজাউঁ। ওয়া ইয়ারযুক্বহু মিন হাইসু লা¯ইয়াহ্তাসিবু।

অনুবাদঃ-এবং যে আল্লাহকে ভয় করে,আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন। এবং তাকে সেখান থেকে জীবিকা দেবেন,যেখানে তার কল্পনাও থাকে না (সুরা ত্বালাক ২৮ পারা,আয়াত-২ ও ৩)(কানযুল ইমান)(হাফীযুল হাদীস ইমাম আবুল ক্বাসিম সুলাইমান ত্বাব্রাণী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু,ইন্তেকাল-৩৬০হিজরী এবং ইমামুল কাবীর আবুবাকার আহমাদ বিন মুসা বিন মুরদুয়াই রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল ৪১০হিজরী, বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস শরীফ-৩২

হযরত সাইয়্যেদুনা সূবান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি গুনাহ করে এবং সেটাকে ভালো মনে করে তখন তার রুজী কমিয়ে দেওয়া হয়(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আর্দ্বি,হা¯ফিযুল হাদীস,ইমাম ইমাম আহ্মদ বিন হাম্বাল ইন্তেকাল-২৪১ হিজরী, হা¯ফিযুল হাদীস ইমামুল কাবীর আবু আব্দুর্ রহমান আহ্মদ বিন শুয়াইব নাসাঈ ইন্তেকাল-৩০৩হিজরী এবং ইমামুল মুহাদ্দীসিন আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে মাযা-ইন্তেকাল-২৭৫হিজরী,রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা প্রমুখগণ বর্ণনা করেছেন)।

বর্তমান সময়ে ত্বালাক্ব নিয়ে অমুসলিমদের মধ্যে একটা সুড়সুড়ি উঠেছে। তারা বলছে এই ত্বালাক্ব বন্ধ করা উচিৎ এটা হচ্ছে কূ-সংস্কার কিন্তু তারা নিজেদের সমাজ আকাশতুল্য কূ-সংস্কারে জর্জরিত থাকা সত্বেও তা দেখতে পায় না। ত্বালাকে কি লাভ আছে বা কি ক্ষতি আছে ? ক্বোরআন ও হাদীসে সূত্র থেকে মুফতী নুরুল আরেফীন সাহেবের কলমে প্রকাশিত

ত্বালাক্বের অকাট্য বিধান

পুস্তকটি পাঠ করুন। এবং ত্বালাক্ব সম্বন্ধে সমস্ত উত্তর জেনে নিন। বাতিলের উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যান।

visit করুন yanabi.in

আজই সংগ্রহ করুন

মুহাদ্দীসে বাঙ্গাল মুফতী নুরুল আরেফীন রেজবী আযহারী সাহেবের কলমে প্রকাশিত

১৫ই শতাব্দীর মহান

মুজাদ্দীদ ইবনে মুজাদ্দীদ

মুফতী আযমে হিন্দ রাহমাতুল্লাহি

আলাইহির্ রাহমার জীবনি

visit করুন yanabi.in

হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

আপনাদের জন্য আনন্দ সংবাদ

আনন্দ সংবাদ খুব শীঘ্রই

মুহাদ্দীসে বাঙ্গাল মুফতী নুরুল আরেফীন রেজবী আযহারী সাহেব ও অনান্য সুন্নী আলিমের দ্বারা লিখিত দক্ষিন দামোদর এলাকার এবং পশ্চিম বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুসলমান সমাজের হাতিয়ার সান্মাসিক

সুন্নী দর্পন

পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে। আপনারা মেম্বারসিপ গ্রহন করুন। যোগাযোগ-+919732030031

পশ্চিম বাংলা,আসাম,ত্রিপুরা এবং বাংলা দেশের একমাত্র সুন্নীদের বাংলা ওয়েব সাইট

www.yanabi.in

হাদীস শরীফ-৩৩

হযরত সাইয়্যেদুনা ইমরান বিন হাসীন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর মুখাপেক্ষী বা আল্লাহরই উপরেই ভরসা রাখে তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার অভাবকে দূর করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে রুজীর ব্যবস্থা করে দেন যা তার কল্পনার বাইরে থাকে। আর যখন কোন ব্যক্তি দুনিয়ার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে,আল্লাহ্ তায়ালা তাকে দুনিয়ার কাছে অর্পণ করে দেন(ইমামুল মুফাস্সিরিন হা—ফিযুল হাদীস ইবনে আবী হা—তীম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল-৩২৭ হিজরী স্বীয় তাফসীরের মধ্যে বর্ণনা করেছেন)।

সমাপ্ত

visit করুন yanabi.in
হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

আজই সংগ্রহ করুন ও
বদমাযহাব সম্পর্কে বিস্তারিত
জানার জন্য পাঠ করুনঃ-

ওলামায়ে দেওবন্দের অভিমত

ঘরে ও বাহিরে

লেখক
খলিফায়ে মুফ্তী আযামে হিন্দ মুস্তাফা রেজা খান
হযরত আল্লামা মুফ্তী মুহাম্মাদ শামসুদ্দিন
আহমদ ক্বাদেরী রেজবী রাহমাতুল্লাহি আলায়
খন্নি, লোকপুর, বীরভূম।

সংস্করণ ও সংকলণ
মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী
ফাযিলে কেরালা,M.A(থিয়োলজি) ফাস্ট ক্লাস
আলিয়া ইউনিভারসিটি কলকাতা(পঃবঃ)

৭৮৬/৯২/৯১৭

রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট

(একটি পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট)

খাঁপুর (রেজবী নগর),দ:২৪পরগনা
প্রতিষ্ঠিত -জানুয়ারী ,২০১৩
ডিরেক্টর:-মাওলানা আনওয়ার হোসাইন রেজবী

হেল্পলাইন:-০৯৭৩৪৩৭৩৬৫৮

বি:দ্র:-আপনারা দেশ,সমাজ,মানবজাতি,আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উন্নতি ও কল্যানের লক্ষ্যে রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের মেম্বার হন,বন্ধু -বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের মেম্বার হওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন।

আরও অধিক তথ্য পেতে **visit করুন yanabi.in**

visit করুন yanabi.in
হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়

রেজবী একাডেমীর প্রকাশিত কিছু বই

১.খাতিমুল মুহাক্কীকিন
২. ইলমে গায়ের প্রসঙ্গ
৩.তাবলিগী জামায়াত প্রসঙ্গ
৪.জানে ঈমান তরজমা
৫.সাওতুল হক্ব
৬.সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা
৭.তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে
৮.মিলাদুন্নাবী
৯.শানে হযরত মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু
১০.সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বিদায়ে আহলে সুন্নাত
১১.তাহমীদে ঈমান তরজমা
১২.এ যুগের দাজ্জাল জাকীর নায়েক (সংগৃহীত)
১৩. আম্মাপারা সংক্ষিপ্ত টীকা
১৪. নুরী নামায শিক্ষা
১৫.জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা
১৬. দোওয়া কিভাবে কবুল হয়
১৭)৩৮৩টি হাদীস শরীফের ব্যাখা সহ সিহাসিত্তাহ ও আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত

visit করুন yanabi.in